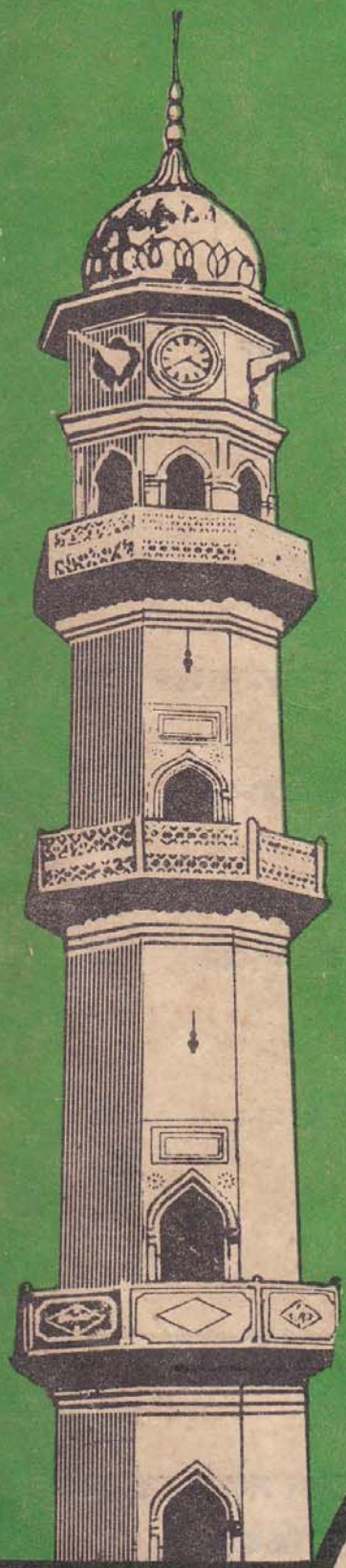

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

১২ই জমাদিউসসানী, ১৪১৮ হিঃ ॥ ৩০শে আশ্বিন, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ : নামায	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	২
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ :	
রোয়েদাদ জলসা দোয়া-পুস্তক থেকে		সাহেবুল কাহ্‌ফ	৩
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ	:	অনুবাদ :	
কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)		নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৫
জুমুআর খুৎবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	১০
ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব)	:	অনুবাদ :	
মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪
পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৭
দুষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)	:	শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন	৩০
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৩২
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৯
সংবাদ	:		৪২
সম্পাদকীয়	:		৪৫

---

* অনুগ্রহ করে হিসাব দেখে চাঁদা দিয়ে পাক্ষিক আহমদীর সাথে সহযোগিতা করুন।

** যাদের ২ বছরের অধিক চাঁদা বকেয়া আগামী জানুয়ারী সংখ্যা থেকে তাদের নিকট পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না বলে দুঃখিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭ : ১৫ই ইখা, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ৩০শে আশ্বিন, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা—৪

১১৯। আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব';

১২০। আর অবশ্যই আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, এবং অবশ্যই আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং অবশ্যই আমি তাহদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ (৬৭২) করিবে, এবং অবশ্যই আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন (৬৭৩) করিবে। আর যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে, সে অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১২১। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; আসলে শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

১২২। এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

৬৭২। ঐসব মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ আরবগণ উৎসর্গিত পশুর কান কাটিয়া দিত, যাহাতে অন্যান্য পশু হইতে উৎসর্গিতগুলিকে স্পষ্ট চিনা যায়। এই অদ্ভুত অভ্যাস কোন কোন দেশে এখনও প্রচলিত আছে।

৬৭৩। 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পরিবর্তন' এইভাবে করা হয়: ১। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকেই স্রষ্টার স্থলে পূজা করিয়া; ২। আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্মকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করিয়া; ৩। নবজাত শিশুর শারীরিক ও আঙ্গিক বিকৃতি ঘটাইয়া: ৪। আল্লাহ্‌তা'লা যাহা সৎকাজে লাগাইবার জন্য দিয়াছেন, তাহা অসৎ কাজে ব্যবহার করিয়া।

হাদিস শরীফ

নামায

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى (البقرة ٢٣٩)

অর্থাৎ, তোমরা সকল নামাযের বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের হেফাযত করো।
(বাকারা : ২৩৯)

ما سلككم فى سقر-قالو لم نك من المصلين (مدثر ايت ٣٣-٣٤)

অর্থাৎ (অপরাধীদের জিজ্ঞেস করা হবে) যে, তোমাদের কিসে জাহান্নামে প্রবেশ করালো ? তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না। (মুদ্দাস্‌সের ৪৬-৪৪ আয়াত)

হাদীস ঃ

عن عبد الله ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم اى العمل احب الى الله قال اقام الصلوة لو قتها و برالوالدين والجهاد فى سبيل الله عز وجل (نسائى)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আমি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে, আল্লাহ্ কোন আমলকে সবচে' বেশী পসন্দ করেন। তিনি (সাঃ) বললেন, নামায সময়মত পড়া, পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করা, (নেসাঈ)

ব্যাখ্যা ঃ মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, নামাযের হেফাযত করার দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত করা হয়েছে। এবং কেয়ামতের দিন দোযখবাসীর একাংশের অপরাধ হবে যে, তারা নামাযী ছিল না। এজন্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। নামাযই হলো ইবাদতের মূল। খোদাতা'লা নামায সম্বন্ধে বার বার মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, নামায তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেন, সবচে' উত্তম আমল হলো সময়মত নামায আদায় করা। অতঃপর পিতা-মাতার আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করা। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নামাযী হবে তার মধ্যে বাকী গুণাবলী এমনি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু নামাযের যে মূল তা অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে আর তা হলো হৃদয়ের গহীনে খোদাতা'লার ভালবাসা এবং খোদার প্রেমে নিজ হৃদয়কে মগ্ন রাখা। হৃদয়ে

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃঃ দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

দোয়ার জলসার কার্য-বিবরণী

[ইহা ১৯০২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ঘোষণানুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়]

(দ্বিতীয় কিস্তি)

খুতবা

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট মুসলমানদের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা, তিনি তাদেরকে এমন একটি ধর্ম দান করেছেন যা জ্ঞানের দিক থেকে, কর্মের দিক থেকে প্রত্যেক প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কথা-বার্তা এবং সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে পবিত্র। যদি মানুষ গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তাসহকারে দেখে তাহলে সে জানতে পারবে যে, প্রকৃতই সর্বপ্রকার প্রশংসা ও গুণাবলীর যোগ্য হলেন আল্লাহ্‌তা'লা। আর কোন মানব বা সৃষ্টি প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে প্রশংসা ও গুণের অধিকারী নয়। মানুষ যদি কোন স্বার্থহীনভাবে দেখে তাহলে তার নিকট সহসা ইহা প্রতীয়মান হয়ে যাবে যে, কোন সত্তা যদি প্রশংসার অধিকার লাভ করে তাহলে হয়ত সে এজন্যে অধিকারী হতে পারে যে, কোন এক যুগে যখন কোন সত্তা ছিলো না এবং সত্তার কোন সংবাদও ছিলো না তখনও তিনি ছিলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা। অথবা এ কারণে যে, এমন যুগে যখন কোন সত্তা ছিলো না আর জানাও ছিলো না যে, সত্তা, সত্তার অমরত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী উপকরণের প্রয়োজন তখন তিনি ঐ সকল উপকরণ সরবরাহ করেছেন। অথবা এমন এক যুগে যখন তাদের ওপরে বহু বিপদ-আপদ আসতে পারতো, তিনি দয়া করেছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন। আর হয়ত এ কারণেও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন যে, তিনি পরিশ্রমীর পরিশ্রম নষ্ট করেন না, এবং পরিশ্রমীর প্রাপ্য পুরোপুরি দিয়ে দেন। যদিও বাহ্যতঃ মজুরীর জন্যে যে কাজ করে তার অধিকার প্রদান এক রকম বিনিময়। কিন্তু এমন ব্যক্তিও অনুগ্রহশীল হতে পারেন যিনি পুরোপুরি প্রাপ্য আদায় করেন। এসব গুণাবলী উচ্চ পর্যায়ের যা কাউকে প্রশংসা ও গুণগানের অধিকারী করতে পারে।

এখন মনোযোগ সহকারে দেখে নাও যে, সত্যিকার অর্থে এসব প্রশংসাসমূহের যোগ্য হলেন কেবল আল্লাহ্‌তা'লা যিনি পরমোৎকর্ষের সাথে এ সব গুণাবলীতে বিভূষিত। আর কারও মধ্যে এসব গুণাবলী নেই।

প্রথমতঃ সৃষ্টি ও লালন পালনের গুণকেই দেখো। এ গুণ সম্বন্ধে যদিও মানুষ ধারণা করতে পারে যে, মা-বাবা ও অন্যান্য অনুগ্রহপরায়ণদের কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকতে

পারে, যার ভিত্তিতে তারা অনুগ্রহ করে। এর ওপরে দলীল-প্রমাণ এই যেমন, শিশু স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুন্দর ও নাদুস-নুদুস জন্ম নিলে মা-বাবা খুব খুশী হয়ে থাকেন। আর যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে পরে খুশী ও আনন্দ আরও বেড়ে যায়। ঢোল বাদ্য বাজানো হয় (আনন্দ স্ফূর্তি করা হয়)। কিন্তু যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে ঐ ঘরে শোকের রোল ওঠে ও ঐ দিন শোক দিবস পালিত হয়। এবং নিজের মুখ দেখানোরও যোগ্য মনে করে না। কখনও কখনও কোন বোকা বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা কন্যাকে মেরে ফেলে দেয় বা তার লালন পালনে অবহেলা দেখায়। যদি শিশু খোঁড়া, অন্ধ, বিকলাঙ্গ হয় তাহলে আকাঙ্খা করে যে, সে মরে যাক। আর অধিকাংশ সময় আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বয়ং নিজেই দুর্ভাগ্যের জীবন মনে করে মেরে ফেলে দেয়। আমি পড়েছি যে, গীকবাসী এসব শিশুদেরকে স্বেচ্ছায় মেরে ফেলে দিতো। বরং তাদের ওখানে সরকারী নিয়ম ছিলো যে, যদি কোন শিশু অকর্মণ্য, বিকলাঙ্গ অন্ধ প্রভৃতি হয়ে জন্মে তাহলে সত্বর তাকে মেরে ফেলা হোক। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মানুষের ধারণাসমূহে লালন-পালন ও পরিচর্যার সাথে ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উদ্দেশ্য মিশ্রিত থেকে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির (যার কল্পনা ও বিবরণ দিতে ধারণা এবং ভাষা দুর্বল। আর যাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ) নিকট লালন-পালনের কোন চাহিদা নেই। তিনি পিতামাতার ন্যায় সেবা ও জীবনোপকরণ চান না। বরং তিনি সৃষ্টিকে কেবল লালন-পালনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা মেনে নেবে যে, চারা লাগানো, পানি দেয়া এবং উহার পরিচর্যা করা এবং ফলবান বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা একটি বড় অনুগ্রহ। অতএব মানুষ ও তার অবস্থা ও লালন পালন সম্বন্ধে যদি তোমরা চিন্তা করো তাহলে জানতে পারবে যে, খোদাতা'লা কত বড় অনুগ্রহই না করেছেন যে, এতসব উত্থান-পতন ও সহায়হীন অবস্থার সময়ে ও কত কত পরিবর্তনের সময় সাহায্য সহায়তা করেছিলেন। (চলবে)

('রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে অনূদিত—সাহেবুল কাহ্‌ফ)

(২য় পাতার পর)

খোদার ভয় থাকতে হবে। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তার এক কবিতার পংক্তিতে বলেছেন, 'দেহকে ঘষে ঘষে ধোয়া কোন কঠিন বিষয় নয় (অর্থাৎ ওযূ) কিন্তু যে নিজ হৃদয়কে ধুয়ে পরিষ্কার করে সে-ই খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত।" হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে আমি তাকে নিশ্চিত করছি যে, সে কখনও ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে না। মৃত্যুর পূর্বে সে এমন কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে যদ্বারা সে ঈমান হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর এভাবে সে বেঈমান হয়ে মরবে।

(আল্‌ ফযল ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর প্রকৃত আবদ ও দাস হবার তৌফীক দান করুন এবং নামাযের মাধ্যমে আমরা যেন নিজেদের হৃদয়ের পঙ্কিলতাসমূহ ধুয়ে ফেলতে পারি, আমীন।

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে যাহারা ইলহাম হওয়ার ও আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথনের দাবী করে। কিন্তু খোদাতা'লার সহিত কথোপকথনের দাবীর কোন অর্থ নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ কথা যাহা খোদার বলিয়া মনে করা হইয়াছে, উহার সহিত খোদার কর্ম অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা না থাকে। যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন ইহাতে খোদার কথা খোদার কর্মের সহিত সনাক্ত করা হইয়াছে। অন্যথা কে বুঝিতে পারিবে, যে কথাটি পেশ করা হইয়াছে উহা খোদার কথা, না কী শয়তানের কথা, না কী আত্মার কুপ্ররোচনা ? খোদার কথা ও খোদার কর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ যাহার উপর প্রকৃতপক্ষে খোদার কথা অবতীর্ণ হইয়া থাকে তাহার সমর্থনে খোদার কর্মও প্রকাশিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মাধ্যমে এত আশ্চর্যজনক সব অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হইতে থাকে যে, খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হইয়া যায় যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহার ইলহাম খোদার কথা।

আফসোস, এই যুগে অসংখ্য লোকের নিজদিগকে মুলহাম (যাহার নিকট ইলহাম অবতীর্ণ হয়) রূপে কথিত হওয়ার অভিলাষ আছে। তাহারা নিজেদের আত্মাকে যাচাই না করিয়া এবং নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যাহা কিছু তাহাদের মুখে জারী হয় উহাকে খোদার কথা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নেয়। অথচ ইহা প্রমাণিত সত্য যে, যে মুখে খোদার কথা জারী হইতে পারে ঐ মুখেই শয়তানের কথাও জারী হইতে পারে এবং তাহা আত্মার কথাও হইতে পারে। অতএব কোন কথা মুখে জারী হইলে উহা কখনো খোদার কালাম বলিয়া কথিত হওয়ার যোগ্য হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি সাক্ষ্য দ্বারা ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রমাণিত না হইবে। প্রথম সাক্ষ্য এই যে, এইরূপ ব্যক্তি যে, দাবী করে তাহার নিকট খোদার কথা অবতীর্ণ হয় তাহার অবস্থা এইরূপ হওয়া উচিত যদ্দারা জানা যায় সে এই যোগ্যতা রাখে যে, তাহার নিকট খোদাতা'লার কথা অবতীর্ণ হইতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি যাহার নিকটবর্তী সে তাহার আওয়াজই শুনে। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানের নিকটবর্তী সে শয়তানের আওয়াজ শুনে এবং যে ব্যক্তি খোদা-তা'লার নিকটবর্তী সে তাঁহার আওয়াজ শুনে। কেবলমাত্র এই অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে

আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে 'মুলহাম' বলা যাইতে পারে যখন সে প্রকৃতপক্ষে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সন্তুষ্টি বিসর্জন করে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করার জন্যে নিজের জন্য এক তিক্ত মৃত্যুবরণ করিয়া নেয় এবং তাঁহাকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দান করে। খোদাতা'লা তাহার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন। তখন তিনি তাহাকে সমগ্র পৃথিবী হইতে পৃথক ও স্বীয় সন্তুষ্টিতে বিলীন দেখিতে পান এবং সত্য সত্যই তাহার সত্তার প্রতি অণু পরমাণু খোদাতা'লার পথে কোরবান হইয়া যায়। যদি তাহার পরীক্ষা নেওয়া যায় তখন যে কোন কিছুই তাহাকে খোদাতা'লা হইতে রুখিতে পারে না, না ধন, না সম্পদ, না স্ত্রী, না সন্তান, না মান-সম্মান · ···বরং প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্বের নক্সা মুছিয়া যায়। খোদাতা'লার এইরূপ ভালবাসা তাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে যে, যদি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, অথবা তাহার সন্তানকে যবাই করা হয়, বা তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তাহাকে সব ধরনের কষ্ট দেওয়া হয়, তবুও সে তাহার খোদাকে পরিত্যাগ করে না এবং বিপদের কোন হামলাতেই সে তাহার খোদা হইতে পৃথক হয় না। সে থাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। সে সমগ্র বিশ্বকে ও বিশ্বের বাদশাহ্‌দিগকে এক মৃত কীটের ন্যায় মনে করে। যদি তাহাকে ইহাও শুনানো হয় যে, তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হইবে তবুও সে তাহার প্রকৃত প্রিয় খোদার আঁচল পরিত্যাগ করে না। কেননা, খোদার ভালবাসা তাহার বেহেশ্‌ত হইয়া যায়। সে নিজেই বুঝিতে পারে না খোদার সহিত কেন আমার এই সম্পর্ক। কেননা, কোন ব্যর্থতা এবং কোন পরীক্ষা এই সম্পর্ককে হ্রাস করিতে পারে না। অতএব এমতাবস্থায় সে বলিতে পারে যে, সে খোদার নিকটবর্তী, শয়তানের নহে। এইরূপ ব্যক্তি রহমান খোদার বন্ধু। খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারাও খোদাকে ভালবাসেন। তাহাদের নিকট খোদাতা'লার বাণী অবতীর্ণ হয়। এই সকল লোক ان عبادی لیس لك علیهم سلطان (সূরাআল্ হিজ্‌র: আয়াত ৪৩—অর্থ: নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার আধিপত্য হইবে না—অনুবাদক) এর অন্তর্ভুক্ত। খোদাতা'লার 'মুলহাম' হওয়ার জন্য এই দ্বিতীয় সাক্ষী জরুরী যে, তাহার উপর যে বাণী অবতীর্ণ হয় উহার সহিত খোদাতা'লার কর্মও থাকে। কেননা, যখন সূর্য উদিত হয় তখন উহার সহিত সূর্যের প্রখর কিরণও থাকা জরুরী। অনুপভাবেই খোদার বাণী কখনো একাকী অবতীর্ণ হয় না, বরং উহার সহিত খোদার কর্মও থাকে। অর্থাৎ উহার সহিত বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ঘটনা ও বিভিন্ন ধরনের সমর্থন ও আশিস থাকে। নতুবা দুর্বল মানুষ কীভাবে বুঝিতে পারিবে যে, ইহা খোদার বাণী। অতএব যে ব্যক্তি খোদার বাণী অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করিয়াছে, কিন্তু উহার সহিত সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা ও সাহায্য না থাকে তবে তাহার খোদাকে ভয় করা উচিত এবং এইরূপ দাবী পরিহার করা উচিত। ইহা ছাড়া কেবল দুই একটি নিদর্শন,

যাহা সঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহা পেশ করিলেই তাহার দাবী সত্য সাব্যস্ত হয় না। বরং তাহার সত্যায়নের জন্য কমপক্ষে খোদার দুই তিনশত সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা দরকার। এতদ্-ব্যতীত ঐ বাণী কুরআন শরীফ-বিরোধী না হওয়াও আবশ্যক।

এই বিষয়টি প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, মসীহ্ মাওউদের যুগে কোন্ পথভ্রষ্ট জাতির জয় হইবে এবং ইহা ছাড়া মসীহ্ মাওউদের কী কাজ হইবে। আল্লাহ্র কেতাবের পর সহীহ্ বোখারীকে সহীহ্ কেতাব বলা হয়। ইহাতে কোথাও এই কথার উল্লেখ নেই যে, দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য মসীহ মাওউদ আবির্ভূত হইবেন। বরং ইহাতে কেবল মসীহ্ মাওউদের এই কাজই লেখা আছে যে, তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবেন এবং শূকর বধ করিবেন। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মসীহ মাওউদ পাদ্রীদের বিজয় ও জাঁকজমকের সময় আবির্ভূত হইবেন। অর্থাৎ যখন তাহাদের বিকৃত ও পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইবে এবং তাহারা বিকৃত পুস্তকসমূহের প্রকাশ ও প্রচারনায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে, তখন মসীহ মাওউদ আবির্ভূত হইবেন এবং ক্রুশ ভঙ্গ করা তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু সহীহ্ মুসলিম এ দাজ্জাল হত্যার উল্লেখ আছে। ইহাতে লেখা আছে যে, মসীহ মাওউদ দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং এই উদ্দেশেই তিনি আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু ইহার সাথে এই কথাও লেখা আছে যে, দাজ্জাল গীর্জা হইতে অর্থাৎ কলিসা (খৃষ্টানদের বিশেষ উপাসনালয়) হইতে বাহির হইবে। বাহ্যতঃ এই দুইটি কেতাবে অর্থাৎ বোখারী ও মুসলিম এর মধ্যে বড় পারস্পরিক বিরোধ আছে। কেননা, সহীহ্ বোখারী মসীহ মাউদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ক্রুশ ভঙ্গ সাব্যস্ত করে। কিন্তু সহীহ মোসলেম মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য দাজ্জাল বধ বলিয়া বর্ণনা করে। সম্ভবতঃ এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের সময় পৃথিবীর এক অংশে দাজ্জালের বিজয় হইবে এবং পৃথিবীব অন্য অংশে ক্রুশপূজারী জাতির বিজয় হইবে, যেভাবে দুইটি পৃথক পৃথক রাজত্ব হইয়া থাকে। কিন্তু এই উত্তর সঠিক নহে। কেননা, ইহা স্বীকৃত বিষয় যে, মক্কা ও মদীনা ছাড়া দাজ্জাল সারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিবে, অর্থাৎ সর্বত্র তাহাদের প্রাধান্য লাভ হইয়া যাইবে। সহীহ্ হাদীসসমূহ এই কথার সাক্ষ্য দেয়। অতএব নাউযুবিল্লাহ্ ক্রুশ-পূজার বিজয় কি মক্কা ও মদীনাতেও হইবে? কেননা, মসীহ মাওউদের সময়ে পৃথিবীর কোন অংশে ক্রুশীয় বিজয়কেও মানিয়া নেওয়া উচিত। অতএব যেক্ষেত্রে মক্কা ও মদীনা ছাড়া সারা পৃথিবীতে ও সর্বত্র দাজ্জালের বিজয় হইয়া গিয়া থাকিবে, সেক্ষেত্রে ক্রুশীয় বিজয়ের জন্য কেবল মক্কা ও মদীনার ভূমি রহিয়া গেল। এইগুলিতো ঐ সকল হাদীস, যেগুলি দাজ্জালের বিজয় বর্ণনা করে। অন্যদিকে এইরূপ হাদীসও আছে, যেগুলি বলে যে, মসীহ মাওউদের সময়ে প্রায় সারা পৃথিবীতে খৃষ্টান রাজত্ব শক্তি ও জাঁকজমকের সহিত বিরাজ করিবে। বস্তুতঃ ক্রুশ ভঙ্গ করা সংক্রান্ত হাদীসটিও ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করে। وهم من كل حدب ينسلون (সুরা আল্ আম্বিয়া—আয়াত ৯৭—অর্থ:-তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে—অনুবাদক) আয়াতটিও

এই কথাই উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে। অতএব এমতাবস্থায় এই ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য রহিল না যে, এই যুগে পৃথিবীর কোন অংশে খৃষ্টানদের বিজয় হইবে এবং কোন অংশে দাজ্জালের বিজয় হইবে। কিন্তু সম্ভবতঃ উত্তরে এই কথা বলা হইবে যে, প্রথমে খৃষ্টানদের বিজয় হইবে এবং তৎপর দাজ্জাল আসিয়া ক্রুশ ভাঙ্গিবে। অতঃপর মসীহ আসিয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। কিন্তু ইহা এইরূপ একটি বক্তব্য যে মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে কোন ফেরকা আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করে না। বরং সহীহ বোখারীতে এই কথাই লেখা আছে যে, মসীহ মাওউদ ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, দাজ্জাল * বধ করিবেন না।

এই বিবাদের মীমাংসার জন্য যখন আমরা হাদীসসমূহ দেখি তখন যে সহীহ মোসলেম দাজ্জালের কথা বলে সেই সহীহ মুসলিমই এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল গীর্জা হইতে বাহির হইবে, অর্থাৎ তাহারা খৃষ্টানদের মধ্য হইতে সৃষ্টি হইবে। অতএব এমতাবস্থায় সহীহ মোসলেম পাদ্রীদিগকে দাজ্জাল সাব্যস্ত করে এবং ইহার সমর্থনে ঘটনাবলীও সাক্ষ্য দান করিতেছে এবং প্রকাশ করিতেছে যে, ঐ শেষ ফেত্না, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং যদ্বারা কয়েক লক্ষ মুসলমান 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল খৃষ্টীয় ফেত্না। ইহা আমাদের চোখের সামনেই আছে। অতএব ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই বিরোধ কেবল শাব্দিক। অর্থাৎ সহীহ্ বোখারীতে যে ফেত্নার নাম ক্রুশীয় ফেত্না রাখা হইয়াছে এবং মসীহ মাওউদকে ক্রুশভঙ্গকারীরূপে আখ্যায়িত করিয়াছে, সহীহ্ বোখারীতে ঐ ফেত্নার নাম দাজ্জালীয় ফেত্না রাখা হইয়াছে এবং ক্রুশভাঙ্গাকে দাজ্জাল বধরূপে সাব্যস্ত করিয়াছে।

যখন আমরা আরো ব্যাখ্যার জন্য কুরআন শরীফের দিকে অগ্রসর হই, যাহা সকল বিবাদের বিচারক, তখন আমরা দেখিতে পাই ইহাতে দাজ্জালের নামও নাই। হ্যাঁ, ইহা খৃষ্টীয় ফেত্নাকে অনেক বড় ফেত্না বলিয়া বর্ণনা করে, যাহা ইসলামের সকল আদর্শের দুশমন। কুরআন বলে, ইহাতে আকাশ ফাটিয়া যাওয়ার ও যমীন টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই ফের্কাকেই (দলকেই) খোদার বাণীর বিকৃতকারী ও পরিবর্তনকারী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। যে কাজে বিকৃতির বিষয়-বস্তু লিপিবদ্ধ আছে সেই কাজ এই ফের্কার প্রতিই আরোপ করা হয়। সূরা ফাতেহায় মুসলমানদিগকে খৃষ্টীয় ফেতনা হইতে খোদার আশ্রয় চাহিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যেমন ولا الضالين, এর অর্থ সকল তফসীরকারক ইহাই করিয়াছেন। অতএব কুরআন শরীফের এই ফয়সালা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসসমূহে যে ফেরকা সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে উহা ক্রুশীয় ফেরকা। ইহাতে কি সন্দেহ আছে, যে ক্ষেত্রে সামান্য বিকৃতির কাজ দ্বারা মানুষ 'দাজ্জাল' (বিকৃতিকারী) বলিয়া কথিত হইতে পারে সেক্ষেত্রে যে, ফেরকা গোটা শরীয়ত ও শিক্ষাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে, কি কারণ থাকিতে পারে যে, তাহাদিগকে 'দাজ্জাল' বলা হইবে না? যে ক্ষেত্রে খোদাতা'লা খৃষ্টানদের 'দজল' (বিকৃতি) সম্পর্কে

---

* টীকা :—আ হাদীস হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ মাওউদের সময় খৃষ্টান জাতি বিপুল সংখ্যায় পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে।

স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে কি কারণ থাকিতে পারে যে, তাহাদিগকে 'দাজ্জাল' নামে অভিহিত করা হইবে না? হ্যাঁ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে তাহাদিগকে সেরা 'দাজ্জাল' বলা যাইত না। কেননা, তখনও তাহারা অন্যায় ও আত্মসাৎ এ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে নাই, কেবল 'দাজ্জাল' হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে যখন আমাদের যুগে মুদ্রণ যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইল তখন পাদ্রীরা বিকৃতি ও পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিল এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই সকল বিকৃত পুস্তকাদি প্রকাশ করিল। তাহারা লোকদিগকে ধর্মত্যাগী করিতে কোন প্রচেষ্টা বাকী রাখিল না। তখন খোদার তকদীরের লিখন পূর্ণ হইল। ঘটনাবলী এইরূপই প্রকাশিত হইতেছে। এখন তাহারা 'সেরা দাজ্জাল' নামের যোগ্য হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যের বিরোধিতা, বিকৃতি ও পরিবর্তন এ অন্য কেহ তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইবে না ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেককে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দলই 'সেরা দাজ্জাল', যাহাদের বাহির হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহুদীরাও বিকৃতি করিত। কিন্তু তাহারা এইরূপ লাঞ্ছনার লক্ষস্থল হইয়া গেল যেন (তাহারা) মরিয়া গিয়াছে। কেবল এই দলই উন্নতি করিল এবং তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তি 'দজল' ও বিকৃতিতে ব্যয় করিয়া দিয়াছে। তাহারা কেবল ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিল না। বরং তাহারা সারা জগতকে তাহাদের ন্যায় করিয়া নিতে চাহিল। জাগতিক শক্তি সামর্থ্য থাকার দরুন সকল উপকরণও পাইয়া গেল। তাহারা 'দজল' ও বিকৃতির ক্ষেত্রে ঐ কাজ দেখাইয়াছে, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর শুরু হইতে আজ পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা চেষ্টা করিল, যাহাতে মানুষ এক ও অদ্বিতীয় খোদা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়া মরিয়ম পুত্রকে খোদা মানিয়া নেয়। আমাদের যুগে তাহাদের এই সাফল্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাহারা খোদাতা'লার কেতাবসমূহে এতখানি বিকৃতি ঘটাইয়াছে, যেন তাহারা নিজেরাই নবী! এই জন্য তাহাদের সম্পর্কে 'দাজ্জাল' শব্দটি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা খোদার কেতাবসমূহের চূড়ান্ত বিকৃতিকারী ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রদর্শনকারী। অধিকাংশ হাদীসে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে 'বাহির হওয়া' শব্দটি আছে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে 'অবতীর্ণ' শব্দটি আছে। এই শব্দ দুইটি তুলনামূলক। ইহার অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ খোদাতা'লার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং খোদা তাহার সাথে থাকিবেন। কিন্তু 'দাজ্জাল' তাহার ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা এবং পৃথিবীর উপকরণ সাথে লইয়া উন্নতি করিবে। হ্যাঁ, কুরআন শরীফে যদ্রূপে খৃষ্টীয় ফেত্‌নার উল্লেখ আছে, তদ্রূপেই ইয়া'জূজ-মা'জূজ এর উল্লেখ আছে। এই আয়াতে وهم من كل حدب ينسلون (সূরা আল্‌ আম্বিয়া, আয়াত ৯৭—অর্থ: তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে—অনুবাদক) তাহাদের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে যে, সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের প্রাধান্য হইয়া যাইবে। এখন যদি 'দাজ্জাল' খৃষ্টীয় মতবাদ ও ইয়া'জূজ মা'জূজকে তিনটি পৃথক জাতি মনে করা হয়, যাহারা মসীহের সময় বাহির হইবে, তাহা হইলে পারস্পরিক বিরোধিতা আরো বাড়িয়া যায়। কিন্তু বাইবেল হইতে নিশ্চিতরূপে ইহা বুঝা যায় যে, ইয়া'জূজ মা'জূজের ফেত্‌নাও প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ফেত্‌না কেননা, বাইবেল ইহাদিগকে ইয়া'জূজ নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে একই জাতিকে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে তিন নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৯শে আগষ্ট '৯৭ হল্যাণ্ডে প্রদত্ত]

অনুবাদ : আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয, তাস্‌মিয়া ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পর হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) বলেছেন :

আলহামদুলিল্লাহ পশ্চিম জার্মানীর সফরটি সর্বাঙ্গীণভাবে সুফল হয়েছে। জামাতের বিপুল সংখ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো এবং এমন বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হলো যারা জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতেন না; যদি রাখতেন তাহলে অনেক কম রাখতেন যা না রাখারই নামান্তর ছিল। তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির লোকের জন্য জামাতে দাখিল হওয়ার পথ সুগম হলো। জার্মানীর পর সিসিলি যাওয়ারও সুযোগ ঘটলো, যেখানে কিছু সংখ্যক মুসলমান বসবাস করছে যাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্তের বটে কিন্তু শুরু হতেই এদের অন্তরে ইসলামের জন্য আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। সরকার কর্তৃক ইসলাম বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডকে তারা আদৌ সহ্য করে না। স্বাধীন চিত্তের বাহাদুর মানুষ তারা। তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য অসাধারণ কুরবানী করার প্রেরণাও লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী সম্বন্ধে তারা অনবহিত। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তাদিগকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে নেক আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা ইহার তাজা বা তাজা ফল লাভ করা এবং তাদের মনোযোগ ইহার উপর নিবদ্ধ করাই ছিল একটি গুরুতর কাজ, যা করার আল্লাহ্‌তালা তৌফীক দান করেছেন। অনেকগুলি রুসুমাতকে তারা ইসলামের অঙ্গরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। প্রকৃত ইসলাম যখন পেশ করা হলো, এখন তারা সহজেই উপলব্ধি করলো যে, ইসলামের নামে তাদিগকে এসব ভুল শিখানো হয়েছে। প্রকৃত ইসলামের সুশিক্ষা শুনে তাদের চেহারা উজ্জ্বল ও দীপ্ত হয়ে গেল এবং নিজেদের মধ্যে তারা এক নেক ও আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করে নিলো। প্রশ্ন-উত্তরেরও আসর অনুষ্ঠিত হলো। উৎসাহ সহকারে তারা প্রশ্ন করলো যাতে বুঝা গেল যে, ইসলামকে তারা অনেক গভীর দৃষ্টিতে দেখছে। মোট কথা, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে

সেখানে নিষ্ঠাবান মোমেনীনদের একটি ছোট জামাত ছেড়ে এসেছি। আশা করি তারা পূর্ণ উদ্যমের সহিত গোটা সিসিলি জাতির মধ্যে সত্যের প্রচার করে এবং প্রকৃত ইসলামের দিকে লোকদিগকে আহ্বান জানাতে চলে যাবে। এই দিক দিয়ে এ সফরটি বড়ই তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সফর বিশেষ।

অতঃপর বসনিয়া সফর করা হলো। বসনিয়াতে পূর্বেই আহমদীয়ত প্রবেশ করেছে; কিন্তু কিছুটা অপর অপর মনোভাব ছিল; এবং যখন তাদের সঙ্গে দেখা হলো তখন তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গ এমন পর্যায়ের যে, পাকিস্তানে ভূমিষ্ঠ নিষ্ঠাবান আহমদীদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দীনদারীর প্রতি তাদের ইশ্‌ক ও মহব্বত দিন দিন দ্রুত বেগে বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটেছে যাদের মধ্যে ছোট বড় পুরুষ মহিলা অনেক শ্রেণীর লোকই ছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষাতেরও অনেক উপকার আছে; তাদিগকে নিকট থেকে দেখার এবং তাদের ব্যক্তিগত হাল অবস্থা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় জানার সুযোগ হয়। দূরে বসে এই সব বিষয় অনুধাবন করা যায় না। অবস্থা অনুসারে নসীহত করার, সংশোধনমূলক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, নিজেদের ও তাদের অবস্থার পর্যালোচনা ও তুলনা করার সুযোগ হয়। এই হিসাবেও সফরটি অনেক উপকারজনক হয়েছে। ইহাও আমি অনুধাবন করেছি যে, ছোট ছেলেমেয়েরা এবং যুবক বালক-বালিকারা শীঘ্র এবং সহজেই নেক ও পবিত্র কথাবার্তা ও প্রভাব প্রতিপ্রক্তি আহরণ ও গ্রহণ করে থাকে। আমি আশা করি আমাদের এই সফরটি আমাদের চলে আসার পরেও ইনশাআল্লাহ্ সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে এবং পথ-নির্দেশনা দান করতে থাকবে, এবং তারা উন্নতির পথে আরো দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকবে।

এই সফরের শেষে আমার বেলজিয়ামেও যাওয়ার প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু তার পূর্বে আমি হল্যাণ্ডের উল্লেখ করবো যেখান থেকে আমি এখন খুতবা দিচ্ছি। হয়তো এবার হল্যাণ্ডের কিছু লোকের অভিযোগ থাকতে পারে কারণ ঢালাওভাবে সকলকে এখানে আসার অনুমতি দেয়া হয় নাই। তাদিগকে পূর্বেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, হল্যাণ্ডে আমার এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হলো MTA-এর জন্য উর্দু ক্লাসের পরিচালনা ও তদরকী করা। এখানকার প্রোগ্রামের জন্য যে সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কেবল তারাই সেবার দায়িত্ব পালন করবে। পূর্বে তো অন্য জামাত ডাকার প্রয়োজন হতো না। সব সময়ই যখন আসতাম তখন মাগরেবের নামাযের পর এশা পর্যন্ত জামাতের বন্ধুদেরকে নিয়ে বসে পড়তাম; প্রশ্ন-উত্তরের অনুষ্ঠান চলতো; অনেক লোকের সমাগম হতো। এবার অনেকগুলি পরিবারের পরিচিত ছেলেমেয়েরা এখানে আসে নাই উর্দু ক্লাসের

সম্মানার্থে ; ইহার কর্মসূচীতে যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। ক্লাসকে সফল করার জন্য তাদের না আসাও তাদের একটি বড় কুরবানী। যদিও ক্লাসে যোগদানকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, কিন্তু প্রস্তুতির জন্য তাদিগকে রাত দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখানকার আমীর সাহেব ও তার বেগম, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও তার বেগম, আনিস সাহেব ও তার বেগম, এদের ছাড়া আরো অনেক আছেন যারা এই ব্যাপারে অনেক কুরবানী করেছেন ; আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তারা যতটুক পরিশ্রম করেছে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ দিতে পারে না। ক্লাসে কর্মকর্তা আর কর্মচারী সকলেই ক্লাসে শামিল হওয়ার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত ছিলেন। গৌরব বোধ করছিলেন অভিভাবকরাও যে তাদের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছেন।

রাশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল ও সেই শহরটিতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সেখানকার অধিবাসীরা অনুভব করছিল যে, এখানে কোন বিশেষ আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে ছেলেমেয়েরা রং বেরং কাপড় পরে কলেমার শ্লোগান দিতে দিতে গন্তব্য স্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কিছু ছেলেমেয়েরা সাইকেলে আসতে ছিল। কিছু বয়স্কা বালিকারা বুরকা পরে সাইকেলে আসতে ছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জার্মান এবং বসনিয়নও ছিল যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন সুরে শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল। শহরবাসীরা অসাধারণ আনন্দ ও কৌতুহল প্রকাশ করছিল এবং তাদের প্রভাব গ্রহণ করছিল। এদের কারো কারো তথ্য আমরা নির্দিষ্টভাবে পেয়েছি, আর কারো কারো তথ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি যদিও শব্দাকারে পাইনি কিন্তু তাদের মুখমণ্ডলে তা প্রকাশ পাচ্ছিল। যারা পর্যালোচনা করেছে তারা মহব্বতেরই পর্যালোচনা করেছে। বসনিয়ন ও অন্যান্যরা আল্লাহ্‌তা'লার হাম্‌দ ও সানা এবং "لا إله إلا الله" এর গীত গাচ্ছিল। বসনিয়নরা বলছিল যে, ইতিপূর্বে আমরা এইরূপ দৃশ্য ও আদর্শ এবং চরিত্র কখনো দেখিনি। আমাদের সঙ্গে যারা সফর করছিলেন তারাও এইরূপ অসাধারণ মহব্বতের উল্লেখ করেছেন এবং বেশ প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

এটা আসলে চরিত্র গুণেরই কেরামত ও অলৌকিক নিদর্শন। তাদের চরিত্র গুণ আপনাদিগকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং আপনাদের চরিত্রগুণ তাদিগকে প্রভাবান্বিত করেছে। উভয় পক্ষই একে অপরের জন্য নির্ভরস্বরূপ হয়ে গেল। চরিত্রগুণ বস্তুতঃ চরিত্রগুণকে বৃদ্ধি ও তীক্ষ্ণ করে ; যেরূপভাবে কসাইয়ের চর্বিযুক্ত দুইটি ছুরি পরস্পর সংঘর্ষে তীক্ষ্ণ হয় ; তদ্রূপ চরিত্রের অবস্থা, মানুষের চরিত্রও একে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হলে ভোঁতা হয় না, পরন্তু তীক্ষ্ণ হয়। ইহার ফলে মানুষ অন্য থেকে কিছু কথা শিখে আবার অপরকে কিছু কথা শিক্ষাও দেয়।

যদিও উর্দু ক্লাসে এখানে সকলে আসতে পারে নি। কিন্তু যারা এসেছিল তারা হল্যাণ্ডের অনেক মনোরম ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি কথার সমাবেশ ঘটিয়েছে। অনেকেই বলেছে যে, সারাজীবন আমরা এ সফর কখনো ভুলবো না। আল্লাহর বিশেষ ফযলে এমন সমারোহ ঘটেছে এখানকার উপত্যকাগুলি لا إله إلا الله শ্লোগানে বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। তাদের বিভিন্ন ভাষায় পরিবেশিত সঙ্গীতগুলির সারমর্ম সদা لا إله إلا الله -ই ছিল। যখনই ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন সুরে এবং অনন্য ভঙ্গীতে সঙ্গীতের তান শেষ হতো তখন لا إله إلا الله এর উপরই শেষ হতো। ইহাতে গোটা অঞ্চলই পরপর প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ইহা যেন অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণরূপে গভীর অন্তরস্থল থেকে গোটা জগদ্বাসীর জন্য তৌহীদের ঘোষণা ছিল। আমি মনে করি যে, এই ঘোষণা শুনার পর ইহাকে কেবল সঙ্গীত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয় বরং ইহা কাজে কর্মে বাস্তবায়িত করার এবং আমলের ছাঁচে ঢেলে বাস্তব রূপ দান করার দায়িত্ব সর্বপ্রথমে হল্যাণ্ডবাসীদের উপর বর্তালো। হল্যাণ্ডের জামাত যে সকল সঙ্গীত শুনেছে ঐগুলিকে হল্যাণ্ডবাসীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চালিত ও প্রতিষ্ঠিত করা হল্যাণ্ডবাসী আহমদীদের একান্ত কর্তব্য যেন لا إله إلا الله এর সুরলহরী তাদের ধমনী ও রক্তে সঞ্চালনের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

এই কাজ এমন যে, ইহার দিকে আহবান জানানো কোন কঠিন বিষয় নয়। প্রশ্ন-উত্তর মহফিলে আমি দেখেছি যে, যখনই গবেষণামূলক বিষয়ের কথা বলা হয় তখন মুশরেকরা (খোদার সঙ্গে অংশী স্থিরকারীরা)ও মাথা নত করে ফেলে। কোন কোন মহফিলে বড় বড় পাদরীরা এসেছিল; এখানে 'বড় বড়' বলার অর্থ এই যে, তারা এই মনোভাব প্রকাশ করতো যে, তারা তাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়, কেউ তাদের মতবাদ-কে খণ্ডন করে অলীক প্রতিপন্ন করতে পারবে না; এই ধারণা নিয়েই তারা আসতো যে, তারা তৌহীদের (একত্ববাদের) পতাকাধারী। অথচ খৃষ্টান ধর্মের বর্তমান আকৃতি এমন যে ইহাতে তৌহীদের লেশ মাত্রও বাকি নাই। কিন্তু প্রশ্ন-উত্তর মহফিলে ইসলামে বর্ণিত তৌহীদের মযমূন নিয়ে যখন আলোচনা হতো তখন তাদের জিহ্বা স্তব্ধ হয়ে যেতো তাদের রক্ষার আর কোন পথ থাকতো না। তাই আমি নিজ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বলছি যে, আপনারা আল্লাহর ফযলের সহিত তৌহীদের উপর জোর দিন. মনোযোগ নিবদ্ধ করুন; এ যুগটাই তৌহীদের উপর জোর দেওয়ার যুগ। কিন্তু নিজেদের চরিত্রকে তৌহীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিন; তাহলে আপনাদের কালামে এবং কথাবার্তায় অবশ্যই প্রভাব সৃষ্টি হবে। যদি আপনাদের চরিত্রের সঙ্গে তৌহীদের রূহ না থাকে, যদি অন্তর আপনাদের বিচ্ছিন্ন থাকে, যদি জমাতগুলির কথায় ও কাজে তৌহীদের রং ঘন-সন্নিবিষ্ট না হয়ে থাকে যে, যা বলেন তাই করেন এবং যা করেন তাই বলেন, তা যদি না হয়, তাহলে তৌহীদের বার্তা এবং তৌহীদের দিকে আহ্বান, প্রকারান্তরে মুনাফেকির অন্তর্গত হবে।

আমি আশা করি, আমার খুৎবাগুলির আলোতে, যেগুলিতে আমি তৌহীদের বিষয়ে বার বার জোর দিয়ে এসেছি, আপনারা অবশ্যই এই বিষয়-বস্তু উপলব্ধি করেছেন। এখন এই বিষয়টি ইহার গুরুত্বের ভিত্তিতে প্রচার করার সময়। এইক্ষেত্রে যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালামের লিখিত কিছু এমন উদ্ধৃতি ও মলফূযাত উপলব্ধি করা উচিত যেগুলিতে হুযূর (আঃ) তৌহীদের মূল-তত্ত্ব ও তথ্য ব্যক্ত করেছেন, তওবার তত্ত্ব ও তথ্য ব্যক্ত করেছেন, এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের তত্ত্ব ও তথ্য এমন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও দৃষ্টিকোণে বর্ণনা করেছেন যে ইহা ছাড়া তৌহীদের আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করা, খোদাকে ভয় করা, বয়াত করে নিজের মধ্যে নেক ও পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা, ইসলাম দ্বারা কি বুঝায় এবং ইহার পিছনে কী কী হিকমত, প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত আছে ইত্যাদি বিষয়ের গভীরতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন জ্ঞান লাভ হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের বাণী ব্যতিরেকে কারো পক্ষে সম্ভব নহে।

এখন আমি সরাসরি আপনাদের সম্মুখে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের কিছু বাণী উপস্থাপন করছি; অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে আমরা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখি কিন্তু হযরত আকদস (আঃ) সেগুলিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং অতি সরল ও সহজ শব্দে সেইগুলির উপর আলোকপাত করেছেন। হুযূর আকদস বলেন:

> "দেখ! স্মরণ রাখার বিষয় যে, বয়াতের শব্দগুলি কেবল মুখে উচ্চারণ করাই যে, আমি পাপ হতে পরিত্রাণ চাই, তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় এবং শুধু শুধু পুনরাবৃত্তিতেও খোদা সন্তুষ্ট হন না"

(আপনারা হয়তো চাহেন এবং অধিকাংশ আহমদীরা বয়াতে শামিল হতে চাহেন; ইহাও এক প্রকার পুনরাবৃত্তি)

হযরত আকদস ইরশাদ করছেন:

"শুধু শুধু পুনরাবৃত্তিতেও খোদা সন্তুষ্ট হন না বরং খোদাতা'লার দৃষ্টিতে বয়াত তখন গ্রহণীয় হবে যখন অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি হবে এবং খোদাতা'লার ভয় থাকবে; নচেৎ এখানে আপনারা বয়াত করলেন এবং যখন ঘরে গেলেন তখন সেই মন্দ ধ্যান-ধারণাগুলি মনে আসতে থাকলো, তাহলে ইহাতে কী লাভ? নিশ্চিতভাবে মেনে নাও যে, সকল পাপ হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অত্যধিক আবশ্যকীয় বিষয় হলো খোদার ভয়। কুরআনে করীমে বার বার নবীদিকে بشيرا و نذيرا — بشيرا و نذيرا বলে আখ্যা দান করা হয়েছে, অর্থাৎ তারা বশীর—সুসংবাদদাতা এবং নযীর—সতর্ককারী ও ভয়প্রদর্শনকারী বলে উপাধি-প্রাপ্ত হয়েছেন।

শব্দদ্বয়ের মর্ম সাধারণ লোক ভালরূপে বুঝে না। তারা বশীরকে মো'মেন বা আপন লোকদের সংবাদ দেওয়ার জন্য বলে মনে করে; আর নযীর সম্পর্কে মনে করে, অপর লোক

বা শত্রু পক্ষকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শনের জন্য। এইরূপ ধারণা ও অর্থ করা ভুল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সকল বিশ্বের জন্য বশীর ও নযীর ছিলেন অর্থাৎ মোমেনদের জন্যও বশীর ও নযীর ছিলেন এবং কাফেরদের জন্যও বশীর ও নযীর ছিলেন। অর্থাৎ যেখানে হুযুর (সাঃ) বশীর ছিলেন সেখানেই নযীরও ছিলেন। তাঁকে মান্যকারী জাতির জন্য বশীর ও নযীর ছিলেন এবং অমান্যকারী কাফের জাতির জন্যও বশীর ও নযীর ছিলেন। আমি সাধারণতঃ লক্ষ্য করেছি যে, মোমেনগণ মনে করে যে, যেহেতু আমরা তাঁকে মান্য করেছি এইজন্য হুযুর আমাদের জন্য শুধু বশীর অর্থাৎ সুসংবাদদাতা; আর যারা তাঁকে অমান্য করেছে হুযুর (সাঃ) তাদের জন্য শুধু নবীর অর্থাৎ সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শনকারী। এইরূপ ভুল ধারণার ফলে পাপ বৃদ্ধি পায় এবং মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। মানুষ বুঝে না যে, পাপ মোচনের জন্য শুধু বশীরই নয় পরন্তু নযীর হওয়াও আবশ্যক বরং বশীর অপেক্ষা নযীর বেশী জরুরী। হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস সালাম ইহাকেই 'খওফে ইলাহী' খোদার ভয় বলেছেন এবং লিখেছেন:

"নিশ্চিত জানিও যে, সকল পাপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় উপায় হলো 'খওফে ইলাহী'—খোদার ভয়। নবীগণ আপাদমস্তক খওফে ইলাহীই হন। নবীগণ যদি অপনাদিগকে খোদার ভয় সম্পর্কে অবহিত না করতেন তা হলে আপনারা খোদার ভয়ের তাৎপর্য কী তা বুঝতে পারতেন না। যদি এই ভয়ই না হয় তা হলে আদৌ সম্ভব নয় যে, মানুষ ঐসব পাপরাশি হতে রক্ষা পেতে পারে যেগুলি তাকে মিসরীর উপর জড়ানো পিঁপড়াসমূহের ন্যায় জড়িয়ে থাকে।"

যেরূপে মিসরীর টুকরার সঙ্গে পিঁপড়া জড়িয়ে থাকে, হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম বলছেন, সেইরূপে পাপ মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে; কারণ মানুষ পাপের জন্য মিষ্টত্ব সরবরাহ করে, উহাদের লালন-পালনের জন্য কলিজার রক্ত শোষণ করার সুযোগ দান করে। যদি এরূপ না করা হয় তাহলে পাপ নিজে নিজেই ঝড়ে পড়ে যাবে। যদি মিসরীর টুকরা মিষ্টত্ব (মিষ্টি স্বাদ) পরিত্যাগ করে তা হলে (পাপের) পিঁপড়া নিজে নিজেই মিসরী ত্যাগ করে চলে যাবে। এ কথাতে গভীর হিকমত এই রয়েছে যে, আসলে মানুষ নিজেই পাপকে লালন পালন করে এবং পাপের জন্য স্বাদের উপাদান সৃষ্টি করে। বাহ্যতঃ মানুষ নিজের জন্য স্বাদ কামনা করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই স্বাদ উপভোগ পাপ। যদি পাপের জন্যে স্বাদ জোগানের উপাদান আমদানি না করা হয় তা হলে অনিবার্যভাবে পাপ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করে যাবে। কারণ সে অবস্থায় আপনার সঙ্গে অবস্থান করার মধ্যে উহার পক্ষে কোন স্বার্থকতা থাকবে না।

ভয়ই এমন জিনিষ যে, যদি পশুর মধ্যেও ইহা থাকে তাহলে উহা কারো ক্ষতি করতে পারে না, যেমন বিড়াল, যে দুধের পরম লোভী, যদি ইহা জানতে পারে যে, ইহার নিকট গেলেও শাস্তি হবে, বা যেমন পাখী যদি জানতে পারে যে এই শস্য দানা খেতে গেলে তারা জালে আটকা পড়বে এবং মৃত্যু ঘটবে, তাহলে সেই বিড়াল দুধের কাছে এবং পাখী দানার কাছে কখনো যাবে না। এই সব বিষয় দৈনন্দিন জীবনে অহরহ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মানুষ উহা হতে শিক্ষা অর্জন করে না। পশু তো অনেক অবুঝ সৃষ্টি কিন্তু তবু প্রাণ তার খুব প্রিয়। যদি উহারা জানতে পারে যে, দুধ বা দানাতে ভয় আছে তাহলে উহারা কখনো সেই সবের নিকটেও যাবে না যদিও উহারা ক্ষুধায় কতই কাতর হউক না কেন।

সুতরাং নির্বোধ পশুপাখীও যদি ভয় থাকলে সাবধান থাকে, তা হলে মানুষ যে সর্বাধিক বুদ্ধিসমৃদ্ধ কত সাবধান থাকা উচিত? ইহা অতি পরিষ্কার ও অনস্বীকার্য বিষয় যে, যখন মানুষের ভয় থাকে তখন সে অপরাধ করতে আদৌ সাহস করতে পারে না। আমি অনেক বার লক্ষ্য করেছি যে, ইউরোপে সাধারণতঃ Speed নেওয়ার অভ্যাস আছে, তখন তারা নিয়ম পালন করে না; আর এটা এমন এক অপরাধ যা দস্তুর মোতাবেক বলেই গণ্য করা হচ্ছে; এই অপরাধে প্রায় সকলেই অপরাধী, কেবল বুড়োদের ছাড়া, যারা দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাতে ভয় করে। সে এই জন্য Speed কম করে না যে সরকারের আদেশ রয়েছে গাড়ী কম Speed চালাতে; বরং বার্দ্ধক্যজনিতে দুর্বলতার কারণে বা হার্ট দুর্বল হওয়ার কারণে সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে নয়। বাকি প্রায় সকলই গাড়ী দ্রুতগতিতে চালায়। দ্রুতগতিতে চালাতে চালাতে হঠাৎ করে সকলেই আস্তে চালাতে আরম্ভ করে, কিছু আগে গেলে জানা যায় যে, পুলিশের গাড়ী ছিল। দেখ! পুলিশের ভয়ে একটি ছোট অপরাধ,, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে এই ব্যাপারেও তারা সাবধান হয়ে যায়।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম ইরশাদ করছেন, যে বিষয়ে মানুষের ভয় সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সে অপরাধ করতে সাহস করে না। এ প্রসঙ্গে রোগব্যাধির উল্লেখ করে হযরত আকদস বলেছেন, 'যেমন প্লেগের প্রকোপগ্রস্ত গ্রামে যাওয়ার জন্য যদি কাকেও বলা হয়, সে কোন রূপেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না।' তখনকার সময়ে প্লেগের প্রকোপ এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, কেবল আহমদীদের ছাড়া কোন সরকারী কর্মচারীও প্লেগে আক্রান্ত গ্রামে যাওয়ার জন্য সহজে প্রস্তুত হতো না। হযরত আকদস বলেন—কোন সরকারী কর্মচারীও অগত্যা কেবল হুকুম পালনে সেখানে অতি ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে যায় এবং তড়িঘড়ি কাজ করে সেখান থেকে সরে আসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে এই ভয়ে যে, প্লেগ যেন তাকে আক্রমণ করে না বসে। সুতরাং পাপের ব্যাপারেও

দুঃসাহস করার কারণও আসলে অন্তরে খোদার ভয় বিদ্যমান না থাকা।

কিন্তু এই ভয় কী করে সৃষ্টি হতে পারে? ইহার জন্য মা'রেফতে ইলাহী—খোদাকে চিনা ও জানার জ্ঞান অর্জন একান্ত প্রয়োজন। খোদার সম্বন্ধে যার মা'রেফত যত বেশী হবে ততই তার অন্তরে খোদার ভয় বেশী থাকবে। এই সেই বিষয় যার উপর চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন এবং এই বিষয়-বস্তুকে জ্ঞানায়ত্ত করা অনিবার্য বিষয়। হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম ইরশাদ করছেন: মানুষ তুচ্ছ জিনিষকেও ভয় করে যেমন ঠাঁশ, বোলতা, মশা, বিচ্ছু ইত্যাদি জাতীয় বিষাক্ত পোকামাকড় সম্বন্ধে যখন মানুষ জ্ঞাত হয় তখন সে উহা হতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। তাহলে যে খোদা সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা এবং পৃথিবী ও আকাশ-সমূহের মালিক, তাঁর নাফরমানী করার মানুষ কী কারণে সাহস করে? তার অন্তরে খোদার ভয় না থাকার কারণে।

এস্থলে প্রশ্ন হয়, খোদার ভয়, পশু-পশ্বাদির ভয় এবং রোগব্যাধির ভয় কি একই জিনিষ? হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম 'খওফে ইলাহী'—খোদার ভয়ের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে কখনো পশুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, কখনো মশার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, কখনো ডাঁশ বা বোলতার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, কখনও বিড়াল বা শস্যদানা ভক্ষণকারী পাখীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তাহলে কি হযরত আকদস ইহা দ্বারা এই বুঝাতে চান যে, খোদাতা'লার এমন গুণাবলী রয়েছে যেমন বিড়াল, মশা, বিচ্ছু এবং পোকা মাকড়ের গুণ রয়েছে, তাদের ভয় এবং খোদার ভয় কি একই জিনিষের দুই নাম? যদি এই হয় তাহলে আমাদের খোদা কি প্রকারের খোদা যে, তিনি কখনো ডাঁশের আকারে কখনো মশার আকারে কখনো বানরের আকারে দেখা যাবেন? এই সেই সূক্ষ্ম বিষয় যা আমি আপনাদিগকে বুঝাতে চাই যে, খোদার ভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব এস্থলে কি প্রমাণিত হয়? বিস্ময়কর বিষয়, আপনারা শুনলে হয়তো অভিজ্ঞতার আলোতে সহজেই বুঝবেন, প্রকৃতপক্ষে এই সব পশু-পশ্বাদির মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার মা'রেফত —আল্লাহ্‌তা'লাকে চিনা ও জানার জ্ঞান বিদ্যমান রয়েছে। ইহার কারণ এই যে, এইসব খোদাতা'লার সেই তকদীরকে প্রকাশ করেছে যা কানুনে কুদরত—বিধাতার বিধানস্বরূপ প্রচলিত আছে যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাচ্ছি। মশা, ডাঁশ বা বিচ্ছু দংশন করলে স্বাভাবিকভাবে যে ব্যথা পরিমাণস্বরূপ প্রকাশ পায়, উহা কানুনে কুদরত অনুযায়ীই প্রকাশ পায়। প্রত্যেকটি কানুনে কুদরতের সাথে খোদা কিছু অনিষ্টের উপকরণ আর কিছু উপকারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। যদি কোন কানুনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যার ফলে অনিষ্ট সাধন হয় তাহলে সেই কানুন অবশ্য অনিষ্ট সাধন করবেই। সেখানে খোদারই ব্যবস্থা থাকবে যা সাক্ষ্য দান করবে। এস্থলে খোদার ভয়ের অর্থ এই হবে যে, খোদাতা'লা যখন কানুন জারি করে দিয়েছেন যে, এই জিনিষ দ্বারা এই ক্ষতি হবে তখন বিশ্বাস রাখা যে,

ইহা দ্বারা এই ক্ষতি হবেই হবে। যদি কোন ব্যক্তি বিষাক্ত সাপের মুখে আঙ্গুল রাখে বা আগুনে হাত দেয়, তখন সাপ দংশন করলে অথবা আগুন দগ্ধ করলে, তাদের এই ক্রিয়া তাদের নিজস্ব সৃষ্টি করা ক্ষমতা বলে হবে না পরন্তু খোদা প্রদত্ত ক্রিয়া-শক্তি ও খোদার ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী তারা ক্রিয়া প্রকাশ করবে। তারা খোদার হুকুমের অনুগত এই অর্থে যে, তাদের দংশন করার বা দগ্ধ করার অভ্যাস ও স্বভাব খোদা প্রদান করেছেন; তাদের ক্ষমতা ও অধিকার নাই হুকুম লঙ্ঘন করার ও ব্যতিক্রম করার।

সুতরাং সকল কানুনে কুদরত সম্পর্কে আপনাদের ভয় বস্তুতঃ কানুনে কুদরত রচনা ও নির্ণয়কারীর প্রতি ভয়েরই অন্তর্গত। প্রাণীবস্তুর স্বীয় সত্তায় কোন গুরুত্ব নাই। যদি আপনারা চিন্তাভাবনা করেন তাহলে এখানেই কানুনে কুদরতের হিকমত উপলব্ধি করতে পারবেন। খোদা কানুনে কুদরতকে দুই প্রকারের গুণ বা বিশেষত্ব দান করেছেন, ইতিবাচক গুণ ও নেতিবাচক গুণ বা কল্যাণকর গুণ ও অকল্যাণকর গুণ। অকল্যাণকর বা অনিষ্টকর ক্রিয়া কলাপের ফলাফলকে যদি মানুষ ভয় না-ও করে তবু অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপ এমন ভাবেই কাজ করতে থাকে যেমনভাবে স্বয়ংক্রিয় মেশিন আপনাআপনি কাজ করতে থাকে উহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। ইহার প্রতি ভয় আসলে কানুন প্রবর্তনকারীর প্রতি ভয় দেখানো বুঝায়, যে কানুনের অধীনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর পোকা-মাকড়ও ক্রিয়া প্রকাশ ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে যেরূপভাবে বৃহৎ হতে বৃহত্তর পশু ভয়ানক হতে অতি ভয়ানক জিনিষ বা ভূমিকম্প বা ঝড়তুফান ক্রিয়া প্রকাশ করে থাকে। এই ক্রিয়া প্রকাশ খোদার ইচ্ছা প্রবর্তিত কানুন মোতাবেক হচ্ছে বা আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম আপানাদিগকে ভয়ের দৃষ্টান্ত বুঝাতে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ভয় বলতে কী বস্তু বুঝায়। ভয় তো খোদার জন্য কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্টির সঠিক ব্যবহারের ফলে যে বস্তুটি অনিষ্ট সাধন-কারী উহা অনিষ্ট সাধন করবেই। বড় বড় পণ্ডিতরা ভদ্র হতে ভদ্র প্রাণীসমূহের উপকারও গণনা করেছেন যা কানুনে কুদরতের অধীনে প্রবর্তিত।

যদি মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে অনিষ্টকারী জিনিষ দ্বারাও উপকার লাভ করতে পারে, আর উপকারসহ জিনিষও খোদাতা'লার আদেশের অধীনে রয়েছে যাকে উহা কখনো এড়িয়ে যেতে পারে না। এই হলো পাপ হতে তওবা করার মর্ম। হযরত আকদস ইরশাদ করছেন, আধ্যাত্মিক জগতের কানুনও এইভাবেই প্রবর্তিত। আপনি ধারণা করতে পারেন না যে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রবর্তিত বাহ্যিক কানুনকে এড়িয়ে যেতে পারবেন। আর যখন এড়িয়ে যেতে চান এবং বাঁচার চেষ্টা করবেন তখন 'খওফে ইলাহী' খোদার ভয় আপনাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। ইহা তো বাহ্যিক দুনিয়ার ভয়; আপনারা কেন

চিন্তা করেন না যে, সেই সর্বশক্তিমান খোদা আধ্যাত্মিক জগতেরও খোদা; আধ্যাত্মিক জগৎকেও তিনি এইভাবেই কানুনের অধীনস্থ করে রেখেছেন; সেই সকল কানুন অনিবার্যরূপে ঐ ভাবেই ক্রিয়া প্রকাশ ও প্রভাব বিস্তার করছে যেভাবে দুনিয়ার বাহ্যিক কানুন ক্রিয়া প্রকাশ ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনিষ্টকারী পশুকে ভুল ব্যবহার করলে অনিষ্টকর ফলাফল প্রকাশ করে থাকে।

এই হলো 'খওফে ইলাহী'—খোদার ভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব, যার সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ। তারা পশুকে ভয় করে, কুকুরকে ভয় করে, বিড়ালকে ভয় করে। আমাদের ক্লাসে একটি মোটা করে ছোট বাচ্চা আছে সে পশুর নাম শুনলেও ভয় করে কিন্তু খোদার ভয়ে নয় বরং তার অন্তরে ভয় বসে গেছে, বাস। অতএব পশু সম্বন্ধে এতটুকু 'মারফৎ'—জ্ঞানও যার থাকে যে, এই পশুও অনিষ্ট এবং ক্ষতি করতে পারে, সে কখনো ঐ পশুর কাছে ভিড়বে না। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, পাপ সম্পর্কে যদি এতটুকু জ্ঞান থাকে যতটুকু জ্ঞান ঐ মোটা বাচ্চাটার রয়েছে, তাহলে আপনিও তার মত ভয়ে কাঁপবেন এবং ধর ধর করবেন যদি পাপের নামও উচ্চারণ করা হয় যদিও উহার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না-ও থাকে।

সুতরাং 'খওফে খোদা'র ভয়ের প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করেন। মানুষ এইরূপ মনে করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা ক্ষমা করে দিবেন, আমরা সকল পাপ হতে বেঁচে যাবো। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন, সাপের মুখে সে কেন আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় না? কেন সে এই ভয়ানক কুকুরকে উত্তপ্ত করে না যাতে উহা তার উপর আক্রমণ করে। কেন সে চিন্তা করে না খোদাতা'লা ক্ষমা করতে পারেন, এবং ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম একটি প্রাকৃতিক কানুনের প্রতি ইঙ্গিত করে খোদাতা'লার ভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আপনাদিগকে উপলব্ধি করাচ্ছেন যে, যখন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন থেকেই উহা ক্রিয়া প্রকাশ ও প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে দেয়, উহার ক্রিয়া ও প্রভাবকে আপনি এড়াতে পারবেন না। বাকী রইল ক্ষমা ও বখশিশের বিষয়। এটা পরের বিষয় অর্থাৎ পরকালে যে শাস্তি সে পাবে উহার বিষয়। এ দুনিয়াতেও ইহা কিছুটা চলে, কিন্তু ইহা এইরূপই যেরূপ আপনি সাপের মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন, তখন ক্ষতিতো হয়ে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধকও পাওয়া গেল যা আরোগ্যের উপকরণ। এই যে উপকরণ এটাই ক্ষমা ও বখশিশ। কিন্তু কে আছে যে প্রত্যহ নিজ আঙ্গুল সাপের মুখে ঢুকিয়ে পরে ডাক্তারদের নিকট দৌড়াবে এবং বখশিশ তলব করবে। কে আছে যে আঘাত খাবে, দেয়ালের সঙ্গে মাথা মারবে তারপর ডাক্তারদের নিকট দৌড়াবে। ডাক্তারদের নিকট যাওয়াটা অবশ্য বখশিশের কারণ হবে, অর্থাৎ যা মন্দ ক্রিয়া ছিল উহা অবশ্যই প্রকাশ হবে। ইহা সম্ভবই নহে যে, পাপ সংঘটিত হবে কিন্তু উহার মন্দ ক্রিয়া প্রকাশ পাবে না। যেহেতু

আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে ইহাই লক্ষ্য করেছি যে, মশা কামড় দিলে, বিচ্ছু দংশন করলে, সাপকে দংশন করার সুযোগ দিলে যাতে উহা আপনার উপর ফণা ধরতে পারে তা হলে অনিবার্যভাবে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী আপনার ক্ষতি হবে। এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাগফেরাত (বখশিশ তলব)। আর দুনিয়াতে মাগফেরাত তলব করার অর্থ ভাল ডাক্তারের নিকট যাওয়া চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা; কিন্তু অনেক সময় 'তারয়াক' (প্রতিষেধক) তো ইরাক থেকে আসে যা সহসা এখানে পাওয়া যায় না। আর সাপ দংশিত ব্যক্তি ইরাক থেকে তারয়াক আসার পূর্বেই মারা যেতে পারে।

এবার আমাদের উর্দু ক্লাশে এই প্রকারেরই অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কোন এক বাচ্চার অসুখ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খোদার ফযলে ঔষধের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র খাস ফযল যে, যখনই কোন বাচ্চা অসুস্থ হয়েছে, বা কারও আঘাত লেগেছে সঙ্গে সঙ্গেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আরোগ্য লাভ করেছে। কিন্তু কোন কোন বাচ্চার এমনও অসুখ হয়েছে যে, বলা হতো যে ইংল্যাণ্ড থেকে বা অমুক জায়গা হতে ঔষধ আনতে হবে, তাহলে আরোগ্য হবে। এমতাবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থাও থাকে যা অবলম্বন করা যেতে পারে। চিকিৎসা বলে কি সকল ক্ষেত্রেই তো বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, ঔষধের বেলাও তাই হয়। আল্লাহ্‌ তা'লা কেবল এক ঔষধ সৃষ্টি করেননি। ইহা দক্ষতা ও পারদর্শিকতার উপর নির্ভর করে। তদ্রূপ পাপের আঘাত লাগালো, বাহ্যিকভাবে কানুনে কুদরতের লংঘন ঘটলো, যার ফলে ক্ষতি হয়ে গেল; এই ক্ষেত্রেও ক্ষতি পূরণের একাধিক ব্যবস্থা রয়েছে। তাই আমরা বলি যে, মাগফেরাতের গণ্ডি ও ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। কিন্তু ইহার মর্ম এ নয় যে, কানুনে কুদরত ইহার ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করে ফেলবে। মাগফেরাতের ব্যাপকতার আদৌ অর্থ এ নয় যে, খোদাতা'লা যে কানুন নিজে নির্ধারণ ও নির্ণয় করেছেন উহা তিনি লংঘন করবেন বা কারো খাতিরে ভেঙ্গে ফেলবেন। আদৌ তিনি কানুন ভাঙ্গেন না; ইহাকেই বলা হয় সুন্নাতুল্লাহ। সকল কানুন খোদা কর্তৃক নির্ণীত ও প্রবর্তিত, উহা জাগতিক হউক বা রূহানী। ঐগুলি সুন্নাতুল্লাহ, যা অনিবার্যভাবে ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করবেই: কিন্তু মন্দ প্রতিক্রিয়াকে নস্যাৎ করার জন্যও আল্লাহ্‌ তা'লার তরফ থেকে ব্যবস্থা রয়েছে; তিনি যেহেতু অনুগ্রহ করতে সন্তুষ্ট; তাই উহাদের মন্দ প্রতিক্রিয়াকে অবস্থানুযায়ী কম ও ন্যূনতর করার জন্য তারই তরফ থেকে অনেক উপকরণ ধার্য করেছেন। অবশ্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নিবারণের জন্য অনেক অনেক পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। এবং বিভিন্ন ডাক্তার কবিরাজ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করেন; ঐগুলির মধ্যে হোমিও চিকিৎসাও একটি পদ্ধতি। অবশ্য আমরা ইহার মাধ্যমে বেশী বেশী উপকার লাভ করার জন্য জোর দিয়ে থাকি, কিন্তু এইরূপ বলা মিথ্যা হবে যে, হোমিও পদ্ধতিই

একমাত্র উপায়; ইহা গ্রহণ না করলে উপায় থাকবে না। চিকিৎসার অনেক অনেক উপায় আছে, অবস্থা অনুযায়ী যে কোন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন কোন সময় কোন উপায়ই থাকে না, তখন কানুনে কুদরতে আর একটি উপায় রাখা আছে, সেটা হলো দোয়া। ইহা একটি বিস্ময়কর উপায়। দেখা গিয়েছে যে, জানামতে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন শেষ পদ্ধতি ও উপায় কাতর চিত্তে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তখন অসাধারণভাবে ফল পাওয়া গেছে, যার কল্পনাও করা যেতে পারে না। অনেক সময় রোগী এবং ডাক্তারও বুঝতে পারে না যে, কি থেকে কী হয়ে গেল, একটি অসম্ভব বিষয় সম্ভবে পরিণত হয়ে গেল। এই বিষয়টিকে আরো বুঝাবার জন্য আপনারা স্মরণ রাখবেন যে, 'খওফে ইলাহী'—খোদার ভয়ের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে, এর সাথে খোদার মাগফেরাত, খোদার বখশিশ এই দুনিয়াতে প্রকাশ হওয়া, ঐ দুনিয়াতে প্রকাশ হওয়া এই সব বিষয়ের মধ্যে সর্বশেষ তান দোয়ার উপর টানতে হবে। যখন মানুষ অস্থির হয়ে যায়, তার কোন তদবীর কাজে আসে না। আর কোন উপায় বাকি থাকে না তখন অস্থির ও ব্যাকুল অন্তর থেকে যে দোয়া করা হয় ঐ দোয়াকে কুরআন মুযতার; (مضطر) এর দোয়া বলেছে (অর্থাৎ অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া)।

খোদাতা'লার সাধারণ অবস্থাতে ঐ সকল লোকদিগকেও মাগফেরাত দান করেন যারা খোদা হতে বিমুখ। খোদা তো মাগফেরাত ও অনুগ্রহ দান করতে চান কিন্তু অধিকাংশ লোকই আসলে খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না, এমন কি পাপের কাদায় ডুবে যায়; তখন তার কাছে চিকিৎসার আর কোন পথ থাকে না। এমতাবস্থায় সে খোদাকে ডাক দেয় যখন তার জন্য রক্ষার কোন উপায় বাকি থাকে না। বস্তুতঃ এই অবস্থায় সে একপ্রকার খালিস তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে খোদাকে নির্ভররূপে গ্রহণ করে এবং তওহীদে খালিস প্রকাশ করে। তওহীদের সঙ্গে দোয়ার প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে; যদি দোয়া না হতো তাহলে তৌহীদ সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হতো না। তৌহীদের সহিত খোদাতা'লা দোয়ার মাধ্যমে বান্দাকে মজবুত করে বেঁধে দিয়েছেন। অতএব যখন আপনারা দোয়া করবেন তখন আল্লাহ্‌তা'লা পাপ হতে বাঁচার জন্য মাগফেরাতের উপায় করে দিবেন আপনার জন্য এই সেই দোয়া যাকে 'মুযতার' এর দোয়া বলা হয়। মুযতার—অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়ার দৃশ্য আমরা দুনিয়াতে দেখতে পাই যখন মানুষ নৌকায় সমুদ্রে সফরকালে ঝড় তুফানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, বাঁচার আর কোন উপায় তারা দেখে না, মৃত্যুকে যেন তারা অনিবার্য দেখতে পায়। সেই সময় মানুষকে পরম ও চরম 'মুযতার'—ব্যাকুল ও অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়টিকে

আপনারা নিজেদের আধ্যাত্মিত জীবনে কি সৃষ্টি করে দেখেছেন; আধ্যাত্মিকভাবেও কি কখনো মুযতার হয়েছেন? যদি না হয়ে থাকেন তাহলে কে আছে যে আপনাদের দোয়া শুনবে? যদি প্রত্যহ আপনারা খোদা হতে বিমুখ হন এবং একটুও তাঁর দিকে আপনাদের খেয়াল না হয়, সেই খোদা, যিনি 'মুযতার'-এর দোয়া শুনেন, সেই খোদার প্রতাপপূর্ণ দৃষ্টি আপনাদের উপর থাকা চাই যার ফলে আপনারা 'মুযতার' হতে পারেন। মানুষের অন্তরে পাপের কারণে তখন 'মুযতারের' ব্যাকুল অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন পাপের এমন ভয়ানক ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার সময় হয় যা জগৎ দেখতে পারে; নচেৎ তার মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় না। এইডস্ রোগে যারা আক্রান্ত তাদের নাম উচ্চারণ করার তো প্রশ্ন হয় না কিন্তু আমি তাদিগকে জানি, কারণ তারা আমাকে চিঠি লিখে জানায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না এইডস্ ইহার প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে তাকে উলঙ্গ করে দেয় তার মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় না। যখন সে বুঝতে পারে যে, এখন দুনিয়া জানতে পারবে যে, কোন রোগে সে মারা গেছে, তখন সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং তার প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হয়। আমি আপনাদিগকে বুঝাচ্ছি যে, সে এমনিভাবে অস্থির হয়ে পড়ে যেমন নৌকা সমুদ্রে ঝড় তুফানে পরিবেষ্টিত হলে পরে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু পাপ হতে রক্ষা পাওয়ার আসল সময় হলো যখন কোন ব্যক্তি শান্তি ও নিরাপদে থাকে এবং বার বার পাপে লিপ্ত হওয়ার অনুশোচনা ও অনুতাপ তাকে অস্থির ও ব্যাকুল করে তুলে। তখন যে দোয়া কাতর চিত্তে করা হয় অবশ্যই উহা গৃহীত হয়। আল্লাহ্‌তা'লা তার অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম; তিনি ধীরে ধীরে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যার ফলে পাপের প্রতি তার ঘৃণা জন্মায় এবং উহা হতে তার অন্তর উঠে যায় এবং খোদাতা'লা মুক্তির দুয়ার তার জন্য খুলে দেন। ব্যাকুলতার এ বিষয়টি প্রত্যেকটি আহমদীকে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া উচিত। এবং ইহার সঙ্গে 'খওফে ইলাহী' —আল্লাহর ভয়ের বিষয়টিও ভালরূপে উপলব্ধি করা উচিত যেভাবে হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম পশু-পাখীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। এই বিষয়টিকে আপনার আধ্যাত্মিক জগতেও পরিচালিত করলে পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারবেন যে-'খওফে ইলাহী'—খোদার ভয় কাকে বলা হয়। পরম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কানুনে কুদরতকে ভয় করা 'খওফে ইলাহী'—খোদাকে ভয় করারই নামান্তর; ধর্মসমূহের পরম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কানুনে কুদরতকে ভয় করারই নামান্তর। কানুনে কুদরত বা সুন্নাতুল্লাহ অনিবার্যভাবেই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব প্রকাশ করবেই; ইহাকে মানুষ লাখ চেষ্টা করেও প্রতিহত করতে পারবে না। হ্যাঁ ইহার অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যেসব তদবীর প্রতিষেধকরূপে গ্রহণ করার জন্য ধার্য করেছেন যেমন ঔষধাদি রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন, পানি আগুনকে নির্বাপিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ

ইহাও খোদারই সৃষ্ট আর একটি কানুন ও তদবীর। যেখানে কোন তদবীরই কাজ করে না সেখানে অনিষ্ট দূর করার জন্য শেষ তদবীর হলো অস্থির ও ব্যাকুল এবং কাতর চিত্তের দোয়া (যেমন, আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করেছেন :

أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

(আল্লাহ্‌ ছাড়া) কে আছে যে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁর নিকট দোয়া করে, এবং তার অনিষ্ট দূর করে দেন—২৭:৬৩। হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন :

غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے + اے مرے فلسفیو! زور دعا دیکھو تو

যে দোয়া অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে ; হে আমার দার্শনিকগণ! একটু তাকাও, দোয়ার কেমন জোর!—অনুবাদক)

দোয়া শেষ তদবীর ; যখন সকল তদবীর ব্যর্থ হয় তখন দোয়ার মু'জেযা প্রকাশ পায়। আহমদীগণই দোয়ার উপর সর্বাধিক বেশী জোর দেন, তাই তারা মহা বিপদের সময় এবং অসম্ভব অবস্থায়ও দোয়ার নিদর্শন দেখতে পান ; এই সব নিদর্শন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

দুনিয়ার সকল আহমদীগণকে বলছি যে, আপনারা হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের লেখা কিতাবাদি পড়ুন, চিন্তা করুন, মাগফেরাতের প্রতি মনোযোগী হউন, খোদার কিশ্‌তিয়ে নূহকে উপলব্ধি করুন ; ইরফানে ইলাহী—আল্লাহ্‌কে চিনা ও জানার জ্ঞান অর্জন করুন, খওফে ইলাহী—খোদার ভয় নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন এবং কাতর, অস্থির ও ব্যাকুল অন্তরে দোয়া করার উপর জোর দিন ; এরূপ করলে আপনারা এমন মাকাম-মর্যাদায় উন্নীত হবেন যেখান থেকে সকল জাতির অবস্থা পরিবর্তন করতে এবং তাদিগকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইহার আলোকে আলোকিত করতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ্‌তা'লা ইহার তৌফীক দান করুন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন :

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

لعنة الله على الكاذبين

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা
লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ : হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত!

ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

[মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(সপ্তম কিস্তি)

ধর্মীয় জগতেও প্রকৃত সফলতা বিপ্লবের মাধ্যমেই হয়ে থাকে :

ধর্মীয় জগতেও এ নীতি প্রচলিত আছে। এতেও সত্যিকারের সফলতা বিপ্লবের মাধ্যমেই এবং বিপ্লবের কারণেই হয়ে থাকে। যদি বিপ্লব সাধিত না হয় তাহলে ধর্ম কখনও সফল হয় না। কেননা, ইহা ঐশী-বিধানের পরিপন্থী, আর ঐশী বিধানের কর্ম-বিধায়ক খোদাতা'লা স্বয়ং। ইহাকে উপেক্ষা করে সফলতা লাভ হতে পারে না।

'ইনকিলাব' বা বিপ্লবের অর্থ কোন জিনিষ একেবারে বদলিয়ে যাওয়া। এখন যদি তুমি একটি পুরোনো অট্টালিকার স্থলে নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করতে চাও যার নক্শা একেবারে নতুন তখন অবশ্যই তোমাকে প্রথম অট্টালিকাটিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। আর কোন বোকাই এমন আছে যে কিনা নতুন অট্টালিকা তো তৈরী করতে চায় কিন্তু পুরোনো অট্টালিকাটিকে ভাঙ্গবার জন্যে প্রস্তুত নয়।

কুরআন করীমও ধর্মীয় উন্নতিকে এরূপ বিপ্লবাত্মক পন্থার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন—

ওমা নুরসিলুল মুরসালীনা ইল্লা মুবাশ্শিরীনা ওয়া মুনযিরীনা ফামান আমানা ওয়া আসলাহা ফালা খাওফুন 'আলায়হিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানূন। ওয়াল্লাযীনা কায্যাবূ বিআয়াতিনা ইয়ামাস্সুহুমুল আযাবু বিমা কানূ ইয়াফসুকূন। (সূরা আন'আম : ৪৮-৪৯ আয়াত)

অর্থাৎ, আমরা পৃথিবীতে যখনই কোন রসূল প্রেরণ করি সে সর্বদা পৃথিবীতে দু'টি ঘোষণা দান করে থাকে। প্রথমতঃ ইহা যে, তার আসার পূর্বে যে ব্যবস্থাপনা জারী ছিলো সে উহার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়। দ্বিতীয়তঃ এই যে, সে তার আনীত ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন কথায় এই ঘোষণা করে দেয় যে, উহাকে স্বীয় আসল আকৃতিতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আর কোন প্রভাব বা চাপের কারণে অথবা কোন জাতির সাথে সমঝোতা বা আপোষ করার উদ্দেশ্যে উহার কোন পরিবর্তন করা হবে না। এসব ঘোষণার পরে যে লোক এ নতুন ব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করবে এবং নিজেকে এর রঙ্গে সাজাবে সে ধ্বংস

থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যে এরূপ করে না সে আস্তে আস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হতে থাকে।

'আসলাহা'-এর অর্থ নিজেকে নিজে কোন জিনিষের মত বানিয়ে নেয়া। অতএব 'আমলে সালেহ'-এর অর্থ ঐ কর্ম যা কিনা নতুন আন্দোলন অনুযায়ী করা হয়। 'আমলে সালেহ' অর্থ পুণ্যকর্ম করা নয় যেভাবে সাধারণতঃ মানুষ মনে করে থাকে। পুণ্যকর্ম ও 'আমলে সালেহ'-এর মধ্যে তফাৎ রয়েছে। যেমন, নামায আদায় করা একটি পুণ্য কাজ; কিন্তু যদি কোন লোক জেহাদের সময়ে নামায পড়া শুরু করে দেয় তাহলে আমরা বলবো যে, সে 'আমলে সালেহ' করে নি। অথবা রোযা রাখা একটি পুণ্য কাজ। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার জেহাদের সময়ে কতক রোযাদারের প্রসঙ্গে বলেছেন, আজ যেসব লোক রোযা রাখে নি তারা রোযাদারগণের চাইতে পুণ্যে আগে বেড়ে গেছে। কেননা, ঐসব রোযাদার এমন অবস্থায় রোযা রেখেছে যখন অবস্থার প্রেক্ষিতে রোযা না রাখা অধিক উপযোগী ছিলো।

মোটকথা আরবী ভাষায় 'আমলে সালেহ' অর্থ-সময়োপযোগী কাজ করা। অতএব ফামান আমানা ও আসলাহা-এর এই অর্থ নয় যে, যারা রসূলগণের ওপরে ঈমান এনেছে এবং যারা নামায পড়েছে আর রোযা রেখেছে তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে। বরং এর অর্থ এই যে, ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তারা নবীদের শিক্ষানুযায়ী নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে এবং ঐ অট্টালিকার ইটস্বরূপ পরিণত হয়েছে যার নির্মাণ কাজ যুগ-নবীর হাতে আরম্ভ হয়েছে। তাদের জন্যে কোন ভয় এবং কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এর বিপরীতে যেসব লোক নিজেরা নিজদিগকে এ শিক্ষানুযায়ী গঠন করে না এবং নতুন অট্টালিকার অংশ হতে অস্বীকৃতি জানায় 'ইয়ামাস্সুহুমুল 'আযাবু বিমা কানু ইয়াফসুকুন।' এদের ওপরে আল্লাহ্তা'লার শাস্তি অবতীর্ণ হবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার মত তাদেরকে ধ্বংস করে ছেড়ে দেয়া হবে।

নবীদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ঃ

এ আয়াত দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্তা'লার যে নবীই এ দুনিয়াতে আসেন তিনি এজন্যে আসেন যে, তার পূর্বের ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেন এবং একটি নতুন ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করেন। আর তার আগমনের পরে ঐ লোকই নব-জীবন লাভ করে যে তার ব্যবস্থাপনাকে গ্রহণ করে। এ কথা প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের পরে অবশ্যই প্রকাশিত হয়, হোক না সে নবী ছোট বা বড়। কিন্তু যিনি মহান রসূল হন তার আবির্ভাবের পরে মনে হয় যেন একটি কেয়ামত সদৃশ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন কিনা ঐ সব নতুন আন্দোলনের আবির্ভাবে সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে আমি ওপরে আলোকপাত করে এসেছি। অবশ্য যিনি শরীয়তবাহী রসূল হিসেবে আসেন তিনি তাঁর পূর্বের নবীর বিধানকে রহিত করে দেন; কিন্তু যিনি শরীয়ত নিয়ে আসেন না তিনি পূর্ববর্তী নবীর বিধানকে রহিত করেন না।

কিন্তু আধুনিক রীতি-নীতিসম্মত বিধি-বিধানকে অবশ্যই রহিত করে দেন যা কিনা পূর্ববর্তী শরীয়তবাহী নবীর শরীয়তকে বিভ্রান্ত করে লোকেরা নিজেদের ইচ্ছা মত তৈরী করে নিয়ে থাকে।

ধর্মীয় বিপ্লবাদির পদ্ধতি:

ধর্মীয় জগতে যে প্রকার বিপ্লবাদির সৃষ্টি হয় এসবের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—

মা নানসাখ্‌ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখাইরিম্‌ মিনহা আও মিসলিহা। আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহু মুলকুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি। মা লাকুম্‌ মিন দুনিল্লাহি মিও'য়ালিইও'য়ালা নাসীর (সূরা বাকারা: ১০৭-১০৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে বিগত যুগগুলোতে যে বাণী আসতেছিলো বা ভবিষ্যতে আসতে থাকবে ঐ সবের ব্যাপারে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে আর উহা এই যে, কখনও তো উহা নিজ প্রয়োজনকে পূর্ণ করে ছিলো আর উহা বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে এবং উহার স্থলে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা আকাশ থেকে প্রবর্তিত হয়। আর কখনও লোকেরা ঐ সব ভুলিয়ে দেয় এবং কেবল ঐ সব বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দেয় যে, যেসব ব্যবস্থাপনা লোকদের অমনোযোগিতার কারণে ঐশী ব্যবস্থাপনার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ওগুলোকে বিনাশ করে আবার নতুন আকারে সেই পূর্বতন ঐশী-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যখন ঐশী-ব্যবস্থাপনাই স্বীয় প্রয়োজন পুরো করে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌তা'লা উহা থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থাপনা দুনিয়াতে প্রেরণ করে দেন। আর যখন ঐ ব্যবস্থাপনা তো ঠিকই থাকে কেবল লোকেরা উহাকে ভুলে যায় তখন আল্লাহ্‌তা'লা সেই পূর্বতন ব্যবস্থাপনাকে হুবহু পুনরায় দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লা এই উভয় মহিমা ও শক্তির অধিকারী।

আল্লাহ্‌তা'লা পুনরায় বলেন—আলামতা'লাম আন্নাল্লাহা লাহু মুলকুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরয—তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরা কেন এরূপ করি? আমরা একটি মহাবিপ্লব সৃষ্টি করার জন্যে এবং একটি নতুন আকাশ ও একটি নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করার জন্যে এরূপ করে থাকি।

ইহা সুস্পষ্ট যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে কাফেরদের এ বিষয়ের ওপরে ক্রোধ ছিলো না যে, তাদের ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী এক ধ্যান-ধারণা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উপস্থাপন করেন। তাদের যে কথার ওপরে আপত্তি ছিলো এবং যার কথা চিন্তা করলেও তাদের কষ্ট অনুভূত হতো উহা ছিলো এই যে, পাছে কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যায়। অতএব বলা হয়েছে—আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা লাহু মুলকুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরয—হে অস্বীকারকারী! তোমাদের কি জানা নেই যে, খোদা পৃথিবী ও আকাশসমূহের মালিক? অতএব যখন তিনি এ রাজত্বকে একটি নতুন নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত পূর্ণ করার ব্যাপারে কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে? (চলবে)

পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত

আলজেরিয়ায় যা ঘটে চলেছে

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আলজেরিয়া একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তা সত্ত্বেও ঐ দেশে ইসলাম কায়েম করার নামে 'ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট' যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। নিম্নে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কিছু খবরের উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

আলজেরিয়ায় হত্যাযজ্ঞ ।। নিহত ৬৪

আলজিয়ার্সের দক্ষিণাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকা বেনি আলিতে মঙ্গলবার ভোরের দিকে ৬৪ জন গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘাতকদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী এএফপিকে এ তথ্য জানায়। খবর বেনি আলি থেকে এএফপি'র। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নিহতদের মধ্যে ৩০ জন মহিলা রয়েছে। ঘাতকরা অপর ৪ জন মহিলাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আলজিরীয় সরকার দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের অঙ্গীকার পুনরায় ঘোষণা দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এ গণহত্যার খবর জানা যায়। পশ্চিমাদের হিসাব অনুযায়ী আলজিরিয়ায় গত ৫ বছরে প্রায় ৬০ হাজার লোক নিহত হয়েছে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ ২৮/৮/৯৭)

আলজেরিয়ায় সহিংসতায় ২শ' নিহত

সিদি মুসা (আলজেরিয়া), ২১শে আগষ্ট (এএফপি)। আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের দক্ষিণে গত রাতে সন্দেহভাজন ইসলামী জঙ্গিরা ২শ' জনের বেশি লোককে হত্যা করেছে। ... ...

রাজধানী আলজিয়ার্সের দক্ষিণে সিদি মুসা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এএফপি'র একজন ফটোগ্রাফার আলজিয়ার্সের ২০ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে কয়েক ডজন লাশ দেখতে পেয়েছেন। এদেরকে হয় গুলি করে নতুবা গলা কেটে হত্যা করা হয়।

একজন গ্রামবাসী জানান, কয়েকটি খামারে যখন লোকজন ঘুমিয়ে ছিল তখন ৩শ' জনের বেশি জঙ্গি তাদের উপর আক্রমণ করে। ... ...

১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের (এফআইএস) নিশ্চিত বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বাতিল করার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গি ইসলামীদের সংঘর্ষ লেগেই আছে।

(সংবাদ : ৩০/৮/৯৭)

আলজেরিয়ায় আরো ৪৫ জনকে জবাই

বিবিসি ।। আলজেরিয়ায় গতকাল শনিবার আরও ৪৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রের খবরগুলোয় বলা হয়, মালবা গ্রামে ৪০ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়, যাদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। গ্রামটি রাজধানী আলজিয়ার্সের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। অন্য ৫ জনকে রাজধানী আলজিয়ার্সে হত্যা করা হয়। তাদের প্রত্যেকের গলাকাটা ছিলো। আলজিয়ার্সের দক্ষিণে একটি গ্রামে এক হত্যাকাণ্ডে শুক্রবার ৯৮ জনকে হত্যা করা হয়। সরকার এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসলামী চরমপন্থীদের দায়ী করেছেন। .....

(খবর : ৩১/৮/৯৭)

আলজেরিয়ায় ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্বেগ

রয়টার : জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আন্নান আলজেরিয়ায় ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ দেশটিতে উপর্যুপরি গণহত্যার ঘটনায় এতোদিন তিনি নীরব ছিলেন।

... ...

মহাসচিব আন্নান আরো বলেন, সহিংসতা মোকাবেলায় ধৈর্য ও আলোচনার পথ অনুসরণ করতে হবে, যাতে আলজেরিয়ার জনগণ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে একটি ন্যায় ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার সুমহান চ্যালেঞ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে পারে। জাতিসংঘ মহাসচিব এবং নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণতঃ কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তারা এখনো আলজেরিয়ায় গণহত্যা সম্পর্কে কিছু বলেননি। (খবর: ৩১/৮/৯৭)

দৈনিক সংগ্রামে ১লা সেপ্টেম্বর 'আলজেরিয়া সমস্যা' নামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে একস্থানে বলা হয়েছে :

বরং লক্ষ্য করা গেছে যে, '৯২ সালের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতন্ত্রের প্রবক্তারা ইসলামী ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাকর্মীদের সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ও মৌলবাদী ইত্যাদি বলে অধিক সমালোচনা করে আসছে যাতে আলজেরিয়ার গণতন্ত্র বিরোধী ইসলামের দুশমন শক্তি আরও অধিক উৎসাহী হয়ে উঠে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরও আলজেরীয় গণবিচ্ছিন্ন সরকার দেশটিতে শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আনতে সক্ষম হয়নি। কারণ তারা নিজ অন্যায় ভূমিকার উপর আপোসহীন। অপরদিকে ইসলাম পন্থী শক্তিও সেখানে জনসমর্থন পুষ্ট ; এমতাবস্থায় সামরিক কর্মকর্তা ও তাদের হাতের ক্রীড়নক প্রেসিডেন্ট লিয়ামিন জেরুয়াল এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে-নেতিবাচক পন্থা অবলম্বন করে দেশে যত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সবকিছু ইসলামপন্থীরা করছে বলে সারা দুনিয়া তা প্রচার করছে। তাদের প্রচারিত খবরে হত্যাকাণ্ডসমূহের সকল দায়-দায়িত্ব ইসলামপন্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়ার ধরন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তারা চায় এ দ্বারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামপন্থীদের

জনপ্রিয়তা বিনষ্ট করতে। কিন্তু আলজিরিয়ার সেনা সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেনা সরকারের হটকারীতাই আজকের আলজেরিয়ার রক্তপাতের জন্যে দায়ী।

(১লা সেপ্টেম্বর, '৯৭ দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)

আলজেরিয়ার বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা একটু গভীরভাবে ইসলামিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিবেচনা করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এজন্যে সরকার এবং ই-সা-ফ্রন্ট উভয় দায়ী। এ কাজে কেউ কারো পেছনে পড়ে আছে বলা যাবে না। গণতন্ত্রের নামে (ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে নয়) ১৯৯২ সালে যে নির্বাচন হয় তা সরকারকে মেনে নেয়া উচিত ছিলো ; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন কার্যে ব্যর্থ হলে ভোটারগণ পরবর্তী নির্বাচনেই তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতেন। এতে গণতন্ত্রও চালু থাকতো। অপরদিকে ই-সা-ফ্রন্ট বর্তমানে দেশে যা করছে এর সাথে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের কোনই সম্পর্ক নেই ; নির্বচারে নারী পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা, নারী নির্যাতন ও অপহরণ দ্বারা কোন ইসলামের 'সালভেশন' সাধন করতে চায় তা আমাদের মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না। জোর করে এবং রক্তক্ষয় দ্বারা একটা মুসলিম প্রধান দেশে ইসলাম কায়েমের প্রয়াশ যে ইসলামকেই কলংকিত করছে তা উদ্যোক্তরা না বুঝলেও বিশ্ববাসী কখনও এর স্বীকৃতি দিতে পারে না। তাছাড়া বিধমী বিদেশীরা তাদের ইসলাম প্রচারে সহায়ক হবে এরূপ ভাবা বোকামি বৈ তো নয়।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এ অবস্থা হতে মুক্তির পথ কি ? উত্তরে আমরা বলবো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দ্ধারিত পথই হলো একমাত্র ও নিশ্চিত পথ। আল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদীরূপে পাঠিয়েছেন ইসলামকে পুনঃ জীবিত ও পুনর্বাসিত করার জন্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত খেলাফতের মাধ্যমে এই মহান দায়িত্ব পালন করেছে। এ জামাতে যোগ দিয়ে একান্ত নিষ্ঠার সাথে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে ইসলামের সালভেশন ও বিশ্ব-বিজয়।

(৩১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মানব সমাজকে" বিশুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত। আমরা প্রত্যক্ষ করছি ঐ ডাক্তাররা শক্তিশালী প্রতিশেধক দ্বারা পরিশ্রুত করছে ডিস, সেটেলাইট, টেলিভিশন, সিনেমা, সংবাদ পত্র, মডেলিং, নগ্নতা সহ ও ঐ বিকৃত সভ্যতায়। প্রতিশেধকের কাছে ইহাদের পরাজয়ও শুরু হয়ে গেছে। প্রতিশেধকের কাছে রোগের পরাজর হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা ব্যর্থ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদেরকে বলছি ব্যর্থতার গ্লানি আর বহন না করে, প্রতিশেধক গ্রহণ করুন। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা যারা আহমদী তারাও যদি প্রতিশেধক ঘরে রেখে দেই নিজেরা ব্যবহার না করি, তবে আমরাও মানব সমাজ দুষণের হাত থেকে নিরাপদ নই।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে যুগের মসীহকে সঠিকভাবে মানার ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ও দুষিত মানব সমাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি এবং সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

দুষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)

শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমিন

আল্লাহ্‌তা'লা খুবই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে। কত সুন্দর তাঁর আকাশ, অরণ্য, জীবজন্তু! কত নির্মল পানি! কতই না কোমল তাঁর বাতাশ! কিন্তু ঐ সুন্দর, নির্মল, কোমল জিনিষগুলি কি তাদের ঐ গুণকে সব সময়ই অক্ষুণ্ন রাখতে পারে? উত্তর আসবে, নিশ্চয়ই না। কেননা, কখনও কালো মেঘ নীল আকাশটাকে ঢেকে দেয়। আবার কখনও দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত কিছু পদার্থ সমস্ত বাতাশ ও পানিকে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করে তুলে। তখন বাতাশ ও পানির কোমলতা ও নির্মলতা নষ্ট হয়। ঐ অবস্থাটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি নির্মল পরিবেশের জন্যও হুমকিস্বরূপ। ইহা শুধু মানুষের ক্ষতি করে না, ইহা সমগ্র প্রাণী জগতের ক্ষতিরও কারণ। তাই ঐ দোষযুক্ত অবস্থাকে মানুষ 'দুষিত' নামে আখ্যায়িত করে। ঐ দুষিত অবস্থাটাই যখন ব্যাপক আকারে কোন কিছুর উপরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন ইহাকে 'দুষণ' বলে। 'দুষণ' অবস্থার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এখানে অপরিচিত থাকারও আমাদের কোন অবকাশ নেই। কেননা, আমরা দুষণের রাজ্যেই বসবাস করি। কিন্তু তার পরেও কথা হলো, বায়ু দুষণ, পানি দুষণ সর্বোপরি পরিবেশ দুষণ। যত দুষণের খবরই আমরা রাখি না কেন, জানি না কেন? একটি মারাত্মক দুষণ আছে, যেটির খবর সচরাচর আমরা সবাই রাখি না। জানি না। সেটি হলো, সুন্দর, নির্মল, 'মানব সমাজ' দুষণ।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা পরিবেশ দুষণের খবর রাখলেও 'মানব সমাজ' দুষণের খবর রাখি না কেন? প্রশ্নটি জটিল হলেও উত্তরটি খুবই সহজ।

আমরা প্রত্যক্ষ করছি, পরিবেশ যখন দুষিত হয়, তখন নিজে জানে না যে, ইহা দুষিত। তাই এ নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু এটা সত্য তার মাথা ব্যথা না থাকলেও এর আঘাতে পরিবেশ নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়। তদ্রূপ 'মানব সমাজ' যখন দুষিত হলো, তখন ইহা নিজেও জানে না যে দুষিত। কিন্তু না জানলে কি হবে, এর বিষাক্ত ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত গোটা 'মানব সমাজ'টা। আজকের ঐ ক্ষত-বিক্ষত, অস্বাভাবিক রূপ আর মডেলের 'মানব সমাজ' কে প্রত্যক্ষ করে, আমরা কল্পনাও করতে পারি না কেমন ছিল প্রকৃত 'মানব সমাজে'র কাঠামো, রূপসজ্জা।

ইতিহাসে আমরা শুধু প্রত্যক্ষ করি পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছিল সমাজ। ইহা ছিল নিরীহ, দুর্বল মানুষের আশ্রয়স্থল। তাদের শান্তি, সহযোগিতা, নিরাপত্তা আর স্বস্তির আবাস। ইহা ছিল মানুষকে মানুষ রূপে গড়ে তোলার কেন্দ্র। তাই যদি হয় তবে, সময়ের ব্যবধানে দুষণের প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আজ ইতিহাসের বর্ণিত ঐ

'মানব সমাজ'। আজ সমাজে সহযোগিতা নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, নেই প্রেম-ভালবাসা নেই ভ্রাতৃত্ববোধ। আজ মানুষ রাস্তায় বের হয়ে স্বস্তিতে চলতে পারে না, নিরাপদে ঘরে ফিরে আসতে পারে না। পিতামাতা তার সন্তানকে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তা-মুক্ত নয়। সব সময়ই একটা ভয়, কখন যেন কি ঘটে? বাস্তবেও তাই ঘটছে। পত্রিকা খুললেই দেখি, হাজারো রকম 'মানব সমাজ' দুষণের ছবি। ওরা অত্যাচারিত, ওরা অবহেলিত, ওরা নিস্ব, ওরা নির্যাতিত, ওরা বঞ্চিত, ওরা প্রতারিত, ওরা প্রলোভিত, ওরা ধর্ষিত, ওরা এসিডে আক্রান্ত। এদিকে মিছিল, ধর্মঘট, গোলাগুলি, গাড়ি-বাড়ি ভাংচুড়, যুদ্ধ বোমা বিস্ফোরণ। ওদিকে কান্না, আর্তনাদ, রক্তের বন্যা, লাশের স্তুপ। আর যারা এসব বর্বরতা নিষ্ঠুরতার নায়ক তারা এত হিংস্র, বেহায়া, ও নিষ্ঠুর যে, তাদের কাছে বন্য হায়েনাও হার মানে। ওদের মনমানসিকতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও অপরকে বঞ্চিত করার প্রবণতার কাছে ফুটপাতের ক্ষুধার্ত কুকুরগুলিও কিছু নয়। সুস্থ সমাজকে বিষাক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে ওদের ভূমিকার কাছে বিষাক্ত সাপও তুচ্ছ। আর হবেই না কেন? যেখানে একটি বিষাক্ত সাপ, কুকুর, হায়েনা একটিমানুষের ক্ষতি করতে পারে না সহজে, সেখানে ওরা সমস্ত সমাজকে বিষাক্ত করে তুলে নিমিষে। একদিকে তো ওরা আর অন্যদিকে মডেলিং ও সভ্যতার দোহাই দিয়ে নগ্নতা আর যৌনতাকে সিনেমা, টেলিভিশন ডিস ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রদর্শন করে, মানব সমাজকে কলুষিত করে দুষিত করা হচ্ছে। যে মানুষ একদিন লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক আবিষ্কার করেছিল, তারা আজ পোশাক খুলে ফেলে এক নব্য-সভ্যতা সৃষ্টি করেছে।

এসব চিত্র দেখে ইতিহাস পাঠকরা যেমন বিস্মৃত। তেমনি, সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-বিদ ও ভাল রুচিশীল মানুষগুলিও হতভম্ব। কিন্তু বিস্মৃত আর হতভম্ব হলে কী হবে? বিষয়টি এতক্ষণে তাদের নিয়ন্ত্রণের ও নাগালের বাইরে। তাদের কাছে বর্তমানে এর সমাধানের নিশ্চিত কোন উপায় নেই।

তাহলে কি আমরা মানব জাতি ঐ 'দুষিত মানব সমাজে' পরিণত হয়ে হাবুডুবু খাব। না তা মোটেও না। আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি কর্তা। তিনি বড়ই দয়ালু। তার অফুরন্ত দয়া আমাদের উপর বার বার প্রদর্শিত। এ অবস্থায় আল্লাহ্ নীরব থাকতে পারেন না। মানুষের চিন্তা চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে ঐশী-সাহায্য একান্তই জরুরী। তাইতো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অসুস্থ ঐ মানব সমাজকে সুস্থ করার জন্য তাঁর মহান ডাক্তার মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে যথাসময়ে পাঠালেন। ঐ দুস্থ মানবতার মহান চিকিৎসক, মহান সংস্কারক হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুস্থ মানব সমাজের চিকিৎসা করে গেছেন। তিনি 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত' নামে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, রেখে গেছেন অগণিত ডাক্তার। যারা আজ পৃথিবীর সর্বত্র 'দুষিত

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পত্র-পত্রিকা থেকে

জানা নেই যাহা !

বাইতুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক পাকিস্তানের গুপ্তচর

সাফকথা রিপোর্ট : বায়তুল মোকাররমের খতিব মওলানা ওবায়দুল হকের পাকিস্তান 'কানেকশন'-এর কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার নেতা। যে সংগঠনটির পাকিস্তানী নেতারা বাংলাদেশের জন্মকেই মেনে নিতে পারেনি।

পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'দি ডেইলি পাকিস্তান লাহোর' এবং 'দি ডেইলি জং, লাহোর, ১৯৯৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর সংখ্যায় পাকিস্তানে তার নানা তৎপরতার বিবরণ ছাপা হয়।

পত্রিকার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে খতিব ওবায়দুল হক পাকিস্তান সফরে যান এবং সেখানকার কতিপয় উলামার সাথে সলাপরামর্শ করেন। তার আমন্ত্রণে পাকিস্তান থেকে কতিপয় উলামা এদেশে আসেন। এমন সব উলেমাকে সভায় দাওয়াত দিয়ে এদেশে আনা হয় যাদের সংগঠন ১৬ই ডিসেম্বরকে 'পাকিস্তানের পরাজয়' দিবস পালন করে, বাংলাদেশের বিজয় দিবস নয়।

ঐ দিনের 'দি ডেইলি জং লাহোর'—এ প্রকাশিত খবরে বলা হয়, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুফুজে খতমে নবুওয়াত, বাংলাদেশের আমীর মওলানা ওবায়দুল হক করাচি পৌঁছে গেছেন। এখানকার কেন্দ্রীয় করাচি জামাতের আমীর মওলানাসহ অন্যান্য মওলানাগণ তাকে স্বাগত জানান। তিনি বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে মজলিসের নেতৃবর্গের সথে পরামর্শ করেন। তিনি মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়তের নায়েবে আমীর শাইখুল হাদীস মওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানী, জাষ্টিস তাকি উসমানী প্রমুখের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। খতমে নবুওয়ত সম্মেলন আগামী ২৪শে ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে।

'৯৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত একটি 'দাওয়াতনামা' থেকে জানা যায়, ২৪শে ডিসেম্বরের মহাসম্মেলনকে সফল করার জন্যে ২৩শে ডিসেম্বর মিরপুর জামেয়া হোসেইনিয়া ইসলামিয়া আরজাবাদের বাদ আসর এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঐ সমাবেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পাকিস্তানে 'টাউট' হিসেবে ঘোষিত কয়েকজন মওলানাকে, যারা ১৬ই ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে। ঐ নেতাদের সংগঠনেরই বাংলাদেশ শাখার নেতা হচ্ছেন খতিব ওবায়দুল হক। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন হযরত মওলানা খাজা খান মোহাম্মদ (কুন্দিয়ান শরীফ, পাকিস্তান, সভাপতি, আলমী তাহা-ফফুজে খতমে নবুওয়াত)। বক্তব্য রাখেন হযরত মওলানা ইউসুফ লুধিয়ানী (নায়েবে

আমীর আলমী মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত) ও হযরত মওলানা আল্লাহ ওয়াসায়া (মনাজেরে খতমে নবুওয়ত পাকিস্তান)।

(৭-১৩ সেপ্টেম্বর '৯৭ সাপ্তাহিক সাফ কথার সৌজন্যে)

মুসল্লিদের পিছনে ইমাম

প্রেব বার্তা সংস্থা : আটরশির পীর নামাজের নতুন নিয়ম চালু করলেন। তিনি মুসল্লিদের পিছনে থেকে জুম্মার নামাজের ইমামতি করেছেন।

গত শুক্রবার বনানীর আই ব্লকের ১নং সড়কে আটরশির পীরের মুরীদরা জুমার নামাজ আদায় করেন। পীর সাহেব এই নামাজের ইমামতি করেন বাড়ির ভেতর থেকে। বাড়ির সামনের রাস্তায় মুসল্লিরা নামায পড়েন। বাড়ির সদর দরোজা পশ্চিমমুখী হওয়ায় হুজুরের দিকে পিছন ফিরেই মুসল্লিদের নামাজ আদায় করতে হয়।

(৬-১০-৯৭ তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

আলজেরিয়ায় ১১ শিক্ষিকাসহ ৩১ জনকে জবাই করেছে মৌলবাদিরা

কাগজ ডেস্ক : আলজেরিয়ায় ইসলামি জঙ্গিরা নৃশংসভাবে ১১জন শিক্ষিকাসহ ৩১ জনকে জবাই করে হত্যা করেছে। গতকাল আলজিরিয়ার ২টি স্থানীয় সংবাদপত্র জানায়, গত শুক্র ও শনিবার এই বর্বর হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। লি মার্টিন পত্রিকা জানায়, শনিবার ইসলামি জঙ্গিরা আলজিয়ার্সের প্রায় সাড়ে ৪শ' কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে সিডিবেল এবেস শহরের কাছে আইন এডেন নামক একটি স্কুলে তারা হামলা চালায়। তারা স্কুলের ১১ জন মহিলা শিক্ষিকাকে ছাত্রছাত্রিদের সামনে জবাই অথবা গুলি করে হত্যা করে। ওই স্কুলের একজন ইনষ্ট্রাক্টর ছাত্রদের সামনে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড চালাতে জঙ্গিদের বাধা দেয়ায় তারা তাকেও হত্যা করে। ওই ১১ জন শিক্ষিকা স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। অন্য একটি সূত্র জানায়, জঙ্গিরা ওই শিক্ষিকাদের অপহরণের চেষ্টা করছিলো এবং একজন ইনষ্ট্রাক্টর বিষয়টি টের পাওয়ায় তারা শিক্ষিকাদের হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শিদের বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানায়, জঙ্গিরা ছদ্মবেশে একটি ভ্যান গাড়িতে চড়ে ওই স্কুলে আসে। তারা ওই গাড়ির চালক ও ৩ জন কর্মকর্তাকেও হত্যা করে।

এদিকে লিবার্টি নামের আরেকটি পত্রিকা জানায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে দক্ষিণাঞ্চলীয় ডিজেলফা শহরের কাছে এল হাদজ নামক গ্রামে হামলা চালায় এবং ১৫ জনকে জবাই করে হত্যা করে। এএফপি (৩০-৯-৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী

এম আর আখতার মুকুল

পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে উপমহাদেশের সর্বত্র এখন হিন্দু ও মুসলিম ধর্মীয় মৌলবাদীদের দারুণ দুর্দিন। এখন শুধু পতনের পালা। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ

সর্বত্র একই অবস্থা। আশ্চর্যজনকভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে। যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক সময় জামাতে ইসলামীর অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হতো এবং যে পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর চাপের মুখে সংবিধানে 'কাদিয়ানী মুসলমানদের' অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে, সেই পাকিস্তানে পার্লামেন্টের পর পর ২টি সাধারণ নির্বাচনে জামাতে ইসলামী দল একটি আসনও দখল করতে পারেনি। নির্বাচনে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত শুধু পরাজয়ের গ্লানি। রাজনৈতিক মহলের মতে পাকিস্তানে ১৯৯৭ সালের এসে জামাতে ইসলামী দল এখন "অতীতের ছায়া মাত্র"। সরকারের ভিতরে ও বাইরে এই দলের বিন্দুমাত্র সমর্থন নাই। বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার জন্য নীচে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল দেয়া হলো :

পাকিস্তান মুসলিম লীগ	:	১৩৪
স্বতন্ত্র (মুসলিম লীগ সমর্থক)	:	২০
এম কিউ এম (সরকার সমর্থক)	:	১২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ওয়ালী (ঐ)	:	৯
বেলুচিস্তান ন্যাপ (ঐ)	:	৩
জমিয়তে ওলামা (ফজলুর রহমান)	:	২
জমিয়তে ওলামা (দলছুট)	:	২
অন্যান্য	:	৭
পিপলস পার্টি (বেনজীর ভুট্টো)	:	১৮
সংরক্ষিত অমুসলিম (২ জন কাদিয়ানীসহ)	:	১০
জামাতে ইসলামী	:	০ (শূন্য)
একুনে	:	২১৭

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মওলানা আবুল আলা মওদুদীর উদ্যোগে জামাতে ইসলামীর জন্ম হয়েছিলো 'ইংরেজ ভারতে'। এই দল রাজনৈতিকভাবে 'পাকিস্তান আন্দোলনের' ঘোর বিরোধী ছিলো। এজন্যই ১৯৪৭ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিলেটে গণ-ভোটের সময় জামাতে ইসলামী অখণ্ড ভারতকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিয়েছিলো। শুধু তাই-ই নয়, ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর যুদ্ধে জামাতে ইসলামীর সমর্থন ছিলো ভারতের প্রতি। এর পরেই পার্টির অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে করে মওলানা মওদুদী পাকিস্তানে পাড়ি জমান। প্রতিষ্ঠিত করলেন পাকিস্তান জামাতে ইসলামী দল। তাওতো প্রায় পাঁচ যুগ আগে-কার কথা।

এরপরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৯৫২-৫৩ সাল নাগাদ জামাতে ইসলামীর প্ররোচনায় এক দাঙ্গার পাঞ্জাবে প্রায় ১০ হাজার কাদিয়ানী মুসলমানকে হত্যা করা হয়। ফলে লাহোরে সর্বপ্রথম সামরিক আইন জারী করে দাঙ্গা প্রশমিত করতে হয়। সামরিক প্রশাসন ছিলেন মেজর জেনারেল আজম খান। সামরিক আদালতের বিচারে মওলানা মওদুদীর প্রাণদণ্ডের শাস্তি হয়। কিন্তু জামাতে ইসলামীর প্রচণ্ড চাপে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ফাঁসীর আদেশ রদ হয়েছিলো। এটা এমন একটা সময় ছিলো, যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহর নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাসগৃহে সামরিক প্রহরা ছিল। আবার পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কাদিয়ানী মুসলমান অধ্যাপক আব্দুস সালাম প্রাণভয়ে পাকিস্তানে বসবাস করতে সাহস পাননি। সপরিবারে তাঁর বাসস্থান ছিল সুদূর জেনেভা নগরীতে। এরপর পাকিস্তানে বছরের পর বছর ধরে শুধু ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং বহু উত্থান পতন।

শেষ অবধি ১৯৯৭ সালে এসে আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মীয় মৌলবাদীদের তর্জন-গর্জন উপেক্ষা করে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ ক্ষমতা গ্রহণের প্রথন দিনই পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাপ্তাহিক শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার করে দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আগর বিল্লি মারনা হ্যায় তো 'পহেলী রাত।' দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে এটা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর পরেই জনাব শরীফ পার্লামেন্টে বিল এনে দুই তৃতীয়াংশের বেশী ভোটে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে এই প্রেসিডেন্ট ভবনে ষড়যন্ত্রের জন্ম হয়েছে এবং এই সব ষড়যন্ত্রের জের হিসাবে দেশের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র বারং বার বিপর্যস্ত হয়েছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। পাকিস্তানে এখন শুরু হয়েছে পার্লামেন্ট বনাম হাই-কোর্টের ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনের যুদ্ধ। প্রশ্নটা হচ্ছে, কে বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন জনগণের নির্বাচিত ও আইন প্রণয়নকারী পার্লামেন্ট নাকি আইনের হেফাজতকারী হাইকোর্ট।

এই প্রশ্নের সুরাহা হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফের ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আই এস আইকে Cut into size করার জন্য। আই এস আই এমন একটা সংস্থা, প্রতি বছর যার বাজেট বিপুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে এবং এই অর্থ ব্যয়ের জন্য কোনো জবাবদিহিতা পর্যন্ত নাই। একেই বলে 'সিক্রেট ফাণ্ড'। সশস্ত্র বাহিনীগুলোর মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন রকমের ষড়যন্ত্র কিংবা সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই সংস্থার মূল দায়িত্ব। কিন্তু গত প্রায় তিন দশক সময় ধরে পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর 'আইএসআই' স্বীয় দায়িত্ব ছাড়াও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রায়শই চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সত্তর দশকে কাবুলে রুমা আগ্রা-

সনের জের হিসাবে এই সংস্থার সঙ্গে মার্কিনী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান 'সিআই-এ'-এর নিবিড় যোগসূত্রে স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় হিসাবের বাইরে বিপুল পরিমাণে মার্কিনী ডলার সমরাস্ত্র "আইএসআই"-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ওয়াকিফহালমহলের মতে-এরই ফলশ্রুতিতে "আইএসআই" এতো বেশী শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় যে পাকিস্তানে এই সংস্থাকে প্যারালাল গভর্ণমেন্ট হিসেবে গণ্য করা হতো। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগসাজশে এদের অঙ্গুলি হেলেনে এই দেশে বহু সিভিল গভর্ণমেন্টের উত্থান-পতন হয়েছে। এক কথায় "আইএসআই"-কে পাকিস্তানের 'ফ্র্যাংকেনষ্টাইন' বলা যায়। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র-এর কার্যক্রম যেখানে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ গবেষণা এবং সরকারের কাছে সুপারিশ দাখিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে পাকিস্তানের "আইএসআই"-এর হাত অনেক বেশী লম্বা, এতো লম্বা যে, তা ধারণার বাইরে।

শেষঅবধি সত্তর দশকে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে দাঁড়ালো যে, ইসলামাবাদের সিভিল গভর্ণমেন্টকে তোয়াক্কা না করেই এরা নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করতে শুরু করে। এদের হাতে তখন আফগান মুজাহিদদের ট্রেনিং দেয়ার লক্ষ্যে 'সিআইএ'র সরবরাহকৃত বিপুল পরিমাণে মার্কিনী ডলার ও আধুনিক সমরাস্ত্র। ফলে নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে বর্তমানে আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে লিপ্ত মৌলবাদী দল ও উপদলগুলোর মধ্যে একমাত্র কমাণ্ডার দোস্তাম ছাড়া বাকী সবগুলোই আইএসআই-এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত পরবর্তীকালে বিদ্যমান এসব দলগুলো আইএসআই-এর ট্রেনিংপ্রাপ্ত পরবর্তীকালে বিদ্যমান এসব দলগুলো আইএসআই-এর কথামতো উঠাবসা করতে অস্বীকার করায় এই সংস্থা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মাদ্রাসার আফগান শরণার্থী ছাত্রদের ট্রেনিং দিয়ে সৃষ্টি করলো উগ্র ধর্মীয় সামরিক বাহিনী 'তালেবান'। মাত্র কিছুদিন আগে এই 'তালেবান বাহিনী' কাবুল দখল করেছে।

এর পরেও একটা "কিন্তু" রয়ে গেলো। সেটা হচ্ছে ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানে ক্ষমতা রদবদল পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের সমর্থনপুষ্ট প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ এখন 'আইএসআই'-এর 'লাগাম' টেনে ধরেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে 'প্যারালাল গভর্নমেন্ট' চলতে দেয়া হবে না। দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় থাকায় নৌবাহিনীর প্রধানকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানে শেষ নয়। সম্প্রতি শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গার জের হিসাবে ৫জন ইরানী পাইলটকে হত্যা করা হলে প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ কলমের এক খোঁচায় 'আইএসআই'-এর প্রধানকে চাকুরীচ্যুত করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, 'আইএস-আই'-এর ট্রেনিং অর্থ ও সমরাস্ত্র প্রাপ্ত 'তালেবান'রা কাবুল দখল করার পর খুব একটা সুবিধা করতে পাচ্ছে না। পাইপ লাইনে, সমরাস্ত্র ও গোলবারুদ সরবরাহ দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

এ তো হচ্ছে আফগানিস্তানের হিসাব। এর পাশাপাশি প্রায় দুই যুগ ধরে 'আইএস-আই'-এর বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ রয়েছে যে, এই সংস্থা শিখ সন্ত্রাসী ও কাশ্মিরী মুজাহিদদের সরাসরি ট্রেনিং দেয়া ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতে 'উলফা'সহ বিভিন্ন বিদ্রোহী উপজাতিগুলোকে মদদ যুগিয়েছে। ফলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীও এদের নিশ্চিহ্ন করার প্রতিক্রিয়ায় বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেছে। তবে একথা বলতেই হচ্ছে যে, সম্প্রতি ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হওয়া উপমহাদেশে অস্থিরতার অবসান হতে যাচ্ছে।

সবচেয়ে লক্ষণীয়, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, যে ধর্মীয় মৌলবাদী জামাতে ইসলামী দল একদিন পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল এবং মাওলানা মওদুদীর মতাদর্শ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার স্বপ্ন দেখেছিলো, তার এখন হদিস পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পরেননি। রাজনৈতিক মহলের মতে পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদীর ব্যাখ্যাকৃত ইসলামী ধর্মীয় মৌলবাদী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ধর্মের আড়ালে রাজনৈতিক শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা' জামাতের দৃষ্টিতে "বিপথগামী" হয়েছে। পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী ফায়্‌দা উঠাতে পারেনি। বিশেষ করে করাচী ছাড়াও সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে যেভাবে শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে ওহাবী চিন্তাধারায় জামাত নেতৃবৃন্দ এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং জনগণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি পাকিস্তানে আবার মুসলমান কর্তৃক মুসলমান হত্যার ভীবৎস ধরনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে, আকস্মিকভাবে মোটর সাইকেলে এসে বিরোধী নামাজরত মুসল্লীদের হত্যা করা। এভাবে সুন্নীরা হত্যা করেছে শিয়াদের এবং শিয়ারা হত্যা করছে সুন্নীদের। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে যখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ সম্প্রতি পাকিস্তান পার্লামেন্টে আইন পাশের মাধ্যমে পুলিশবাহিনীকে লাগামহীন ক্ষমতা প্রদান করেছে; এতে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা ছাড়াও কথিত দুষ্কৃতকারীদের "দেখামাত্র গুলী" করার ক্ষকতা রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধর্মান্ধ শিয়া ও সুন্নী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তেমন কিছু জানা যায় নাই। এর বিপরীত ধর্মীয় মৌলবাদী জামাতে ইসলামী দলের মূল আদর্শই হচ্ছে, ধর্মীয় শ্লোগানের আড়ালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৫০ বছর পর সেখানকার জনগণ জামাতে ইসলামী দলকে রাজনৈতিকভাবে বর্জন করেছে এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির দাবীদার মুসলীম লীগের পক্ষে রায় দিয়েছে। পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর এখন বড়ই দুর্দিন এবং এই পার্টি এখন "শয্যাশায়ী" হয়ে পড়েছে।

অথচ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর দোসর হিসাবে জামাতে ইসলামীর কর্মকাণ্ড ইতিহাসে ঘৃণিত অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তথাপিও যুদ্ধে পরাজিত হবার পর খণ্ডিত পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময় জামাত নেতা মওলানা মওদুদী তাঁর দাবী আদায় করে নিলেন। দাবীটা হচ্ছে, কাদিয়ানী মুসলমানদের অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। কার্যত তাই-ই হলো। আশ্চর্যজনকভাবে জুলফিকার আলী ভুট্টোর তৎকালীন সরকারও দাবীটা মেনে নিলো। পাকিস্তানের নতুন সংবিধানে 'কাদিয়ানী মুসলমান'দের জন্য সংরক্ষিত আসন হলো ২টি এবং এরা আর কোন আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। নিয়তির পরিহাসই বলতে হচ্ছে। প্রায় দুই দশক পরে পাকিস্তানের বর্তমান পার্লামেন্টে দু'জন কাদিয়ানী এমপি ঠিকই রয়েছেন; কিন্তু জামাতে ইসলামীর কোনো নির্বাচিত এমপি নাই। পার্থীরা সবাই পরাজিত।

কিন্তু কেনো এমনটি হলো? প্রথমত বছরের পর বছর ধরে করাচী ও সিন্ধু এলাকায় একদিকে বিহারী এবং অন্যদিকে সিন্ধী ও পাঠানদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ আর এর পাশা-পাশি রাজনৈতিক ফ্রন্টে এম কিউ এম ও পিপলস পার্টির ভয়াবহ কোন্দলের জের হিসেবে 'মওদুদীবাদ' বিস্মৃতির অন্তরালে হরিয়ে গেছে। এছাড়া পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার প্রেক্ষিতে জামাত ইসলামীর কার্যক্রম প্রায় "অথর্ব" হয়ে পড়েছে। ফলে একটা স্থিতিশীল সরকার গঠনের লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসায়ী মহল এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত—এমনকি গ্রামীণ গৃহস্থরা পর্যন্ত জামাতের তুলনায় 'মডারেটপন্থী' মুসলিম লীগের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক নির্বাচনে নেওয়াজ শরীফের দল পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসন লাভ করেছে।

এই শক্তি বলীয়ান হয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ অত্যন্ত দ্রুত বেশ ক'টি কাজ সমাধা করেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে "আগর বিল্লি মারনা হ্যায় তো পহেলা রাত।" বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ;

০সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার করা। ০ সংবিধান সংশোধন-পূর্বক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস করা। ০ এম কিউ এম এর একজন এমপিকে মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত করা। ০ কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ইসরাঈলের সঙ্গে যৌথভাবে আণবিক শক্তির গবেষণা সম্পর্কিত কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়া। ০ পাকিস্তান আনবিক বোমার অধিকারী—বিষয়টি স্বীকার করা। ০ কটরপন্থী শিয়া ও সুন্নীদের দমন করার লক্ষ্যে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে পুলিশের হাতে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার ও গুলী বর্ষণ সম্পর্কিত আরো ক্ষমতা দেয়া।

সবশেষে একথা বলতেই হচ্ছে যে, পাকিস্তানে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য যে, পাকিস্তানে জামাতী ইসলামি সহ বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদী দলগুলো পার্লামেন্টারী রাজনিতীতে জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।০ (১১ই অক্টোবর, ১৯৯৭ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে)

কার না কার

(করো, কোর না)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(দশম কিস্তি)

- তুমি তোমার খরচ নিজের আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো।
- হে নারী! তোমার কাজ খোদাতা'লার ইবাদত করা, স্বামীর আনুগত্য করা এবং সন্তান সন্ততিদের গড়ে তোলা।
- তুমি সাধারণতঃ নিজের স্ত্রীর থেকে আলাদা বসবাস কোর না (প্রয়োজন ব্যতিরেকে)।
- তুমি তোমার স্ত্রী ও সন্তানাদিকে নিয়ে একস্থানে, একই সময়ে, এক টেবিলে খাবার খাও।
- তুমি এমন অঙ্গ-ভঙ্গী কোর না যা দেখে লোকেরা ঘৃণা করে।
- তুমি না-মোহরাম (যাদের সাথে বিয়ে সিদ্ধ) অর্ধ-নগ্ন মহিলাদের ছবি দ্বারা নিজের ঘর ও কোঠা সজ্জিত কোর না।
- তুমি ছোট্ট শিশুদের বিরক্ত কোর না
- তুমি জীব-জন্তুকে অযথা কষ্ট দিও না।
- তুমি অনেক জোরে জোরে কথা বোল না।
- তুমি লোকদের সাথে সহাস্যবদনে ও উজ্জল মুখে সাক্ষাৎ করো।
- তুমি পুণ্যবান ও উত্তম লোকদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করো।
- তুমি সজীব প্রাণের অধিকারী হও।
- তুমি তোমার জন্মভূমিকে ভালোবাস।
- তুমি জাতীয় কর্মকাণ্ডে উৎসাহের সাথে যোগ দাও।
- তুমি বুযুর্গদের সন্তানদেরকে সম্মান দেখাও।

- তুমি তোমার পিতার বুযুর্গ ও তাঁর বন্ধুদের নিজের বুযুর্গ মনে করো।
- তুমি লোকদের অধিকার সংরক্ষণ করো।
- তোমার মধ্যে কোন কু-অভ্যাস যেন প্রকাশ্যভাবে পরিদৃষ্ট না হয়।
- তুমি বিধবা ও এতীমদের প্রতি দয়া করো এবং তাদের সাহায্য করো।
- তুমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করতে কার্পণ্য কোর না (বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে)।
- তুমি কানা, অন্ধ, লেংড়া, লুলা এবং পঙ্গুদের (হাসি-ঠাট্টা করে) অনুকরণ করবে না।
- তুমি কারও চাল-চলনের ওপরে আক্রমণ কোর না।
- যতদূর সম্ভব তুমি মামলা-মোকদ্দমাকে এড়িয়ে চলো।
- তুমি লোকদের বোকা বানাতে চেষ্টা কোর না।
- তুমি সম্ভ্রান্ত লোকদেব হেয় প্রতিপন্ন কোর না।
- যদি তুমি চাকুরীজীবী হও তাহলে নিজের কাজ প্রচিশ্রম ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পন্ন করো।
- যদি তুমি অফিসার হও তাহলে কোন নিম্নস্থ লোকের অধিকার হরণ কোর না।
- যদি তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে চাও তাহলে নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করো।
- তুমি নারীদের সম্মান করো।
- যখন তোমার সাথে কেউ কথা বলে তখন তুমি তার প্রতি মনোযোগ দাও।
- তুমি চেষ্টা করো যেন তোমার কথা-বার্তা সর্বদা ভদ্র এবং অকৃত্রিম হয়।
- তুমি কখনও কোন ষড়যন্ত্রের সাথে শরীক হয়ো না।
- তুমি লোকদের সাথে সহনশীলতার সাথে আচরণ করো।
- তুমি নিজেকে লোকদের সেবা গ্রহণকারী মনে কোর না বরং তাদের সেবক মনে করো।
- তুমি তোমার সন্তানাদির হাত দ্বারা গরীব-দুঃখীদের টাকা-পয়সা দান করাও।
- তুমি কোন ধর্মঘট বা হরতালে যোগ দিও না।
- তুমি কখনো তোমার গোত্র বা বংশের নাম পরিবর্তন করে বলো না।
- তুমি তোমার অতিথিদের সম্মান করো।
- তুমি তোমার মেযবানের ওপরে কোন প্রকার অন্যায় বোঝা চাপিও না।
- তুমি মেয়েদের গান শুনিও না। তাদের নাচও দেখিও না।
- তুমি তোমার বড় ভাইকে পিতৃতুল্য এবং ছোটদেরকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী জ্ঞান করো।
- তুমি তোমার মায়ের পায়ের নীচে যে বেহেশ্‌ত আছে তা লাভ করার চেষ্টা করো।

- তুমি কারও নিকট তোমার সতর (সতর ঢাকা বলতে পুরুষের নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা এবং মেয়েদের হাত পা ও মুখ বাদে সর্বাঙ্গ ঢাকাকে বুঝায়—অনুবাদক) নগ্ন কোর না।
- তুমি অন্যের আরামে বিঘ্ন সৃষ্টি কোর না।
- তুমি ফকীর ও ভিক্ষুককে ধমকাইও না।
- তুমি এতীমের সাথে রূঢ় ব্যবহার কোর না।
- তুমি ব্যবহারিক দ্রব্যের ব্যাপারে প্রতিবেশী ও গরীবদের সাথে কৃপণতা কোর না।
- তুমি সুদর্শন ছেলেদের সাথে বিনা কারণে ওঠা বসা কোর না।
- তুমি সম্মানিত লোকদের সামনে নগ্ন শিরে বসবে না।
- তুমি প্রতিবেশীকে সামান্য সামান্য কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রেখো না।
- তুমি সাধারণভাবে সকলের সাথে বিশেষ করে গরীবদের সাথে উত্তম আচরণ দেখাও।
- যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে তুমি অত্যাচারীর কবল থেকে নির্যাতিত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় করে দিতে চেষ্টা করো।
- তুমি কোন 'মুদ্রা দোষের' শিকার হয়ো না।
- কেউ খাবার খেতে থাকলে তুমি তার খাবারের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিও না।
- তুমি তোমার প্রতিবেশীকে কখনও কখনও উপহার উপঢৌকন পাঠাও।
- যদি রেলগাড়ী বা বাসে তোমার কষ্ট হয় তাহলেও তুমি তোমার সঙ্গী সফরকারীদের সাথে ঝগড়া কোর না।
- যদি তুমি কারও নিকট থেকে কোন কিছু নাও তাহলে চাইবার আগে সত্বর তা ফেরৎ দাও।
- তুমি কখনও বংশগৌরবের কারণে কোন লোকের নিকট গর্ব কোর না।
- তুমি নিজের শাসকের নিকট বিশ্বস্ত থাকো ও কোন বিদ্রোহাত্মকে কাজে অংশ নিও না।
- হে মহিলা ! তুমি ঘরেও তোমার বুক ও মাথা চাদর দ্বারা ঢেকে রাখো যেন ইহা তোমার লজ্জা সমুন্নত থাকার কারণ হয়।
- দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি তোমার কোন না কোন কাজে আসতে পারে। অতএব কারও সাথে তোমার মনোমালিন্য যেন না হয়।
- হে মানুষ ! তুমি রেশমের কাপড় পরিধান কোর না।
- তুমি শরীয়তের সীমারেখা অক্ষুণ্ণ রেখে যে দেশেই থাকো ঐ দেশের সংস্কৃতি অবলম্বন করতে পারো।
- তুমি সোনা রূপোর পাত্রে খাবে না।
- তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিকে দারিদ্র ও আত্মভিমানের কারণে হত্যা কোর না।
- তুমি জাতীয় কর্মকাণ্ডে মন-প্রাণ দিয়ে অংশগ্রহণ করো। (চলবে)

সংবাদ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর নব-নির্বাচিত সদরের অনুমোদন

গত ১১-১০-৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বাংলাদেশ-এর শূরায় আগামী ২ বছরের জন্যে সদরের যে নির্বাচন হয়েছিলো তাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সদয় অনুমোদন দিয়েছেন। এতে ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান সদর নির্বাচিত হয়েছেন।

সকলের অবগতি ও দোয়ার জন্যে ইহা এলান করা যাচ্ছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা

৩১শে অক্টোবরের মধ্যে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছর শেষ হতে যাচ্ছে এবং ১লা নভেম্বর থেকে নতুন বছর শুরু হচ্ছে। তাহরীকে জাদীদের মোজ্যাহেদগণকে বর্তমান বছরের ওয়াদাকৃত চাঁদা যথাসময়ে আদায় করে দেয়ার জন্যে ও হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নব-বর্ষের (৬৩তম বর্ষ) ঘোষণার সাথে সাথে ওয়াদা করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। তারা যেন ২০-১০-৯৭ তারিখের মধ্যে চাঁদা আদায় করে এখানে রিপোর্ট পাঠান যাতে ২৩-১০-৯৭ তারিখের মধ্যে হুযূর (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্য রিপোর্ট পাঠানো যায়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা ও শূরা সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন

গত ৮-১০ তারিখ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ এর ২৬তম কেন্দ্রীয় ইজতেমা এবং ১১-১০-৯৭ তারিখ ১৪তম কেন্দ্রীয় শূরা নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে নিজস্ব ঐতিহ্য ও আনন্দঘন পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

এতে হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা ফিরোজ আলম ভুইয়া সাহেব যোগদান করেন।

০ ঘাটুরা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৩০শে সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার নবম বার্ষিক ইজতেমা ঘাটুরা আহমদীয়া অস্থায়ী মসজিদ প্রাঙ্গণে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

লাজনা ইমাইল্লাহর কেন্দ্রীয় ইজতেমা সম্পন্ন

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত ১৫-১০-৯৭ তারিখ সারাদিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও সেক্রেটারী তবলীগ সাহেব লাজনার উদ্দেশ্যে বিশেষ নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন।

আহমদীবার্তা

দোয়ার এলান

আমার আম্মা প্রায় ১০৫বৎসর বয়সে অত্যন্ত বার্ধ্যকজনিত কারণে অসুখে ভুগছেন। তার শারীরিক সুস্থতার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

নঈম আহমদ, মোয়াল্লেম

পদ খালি

অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে-এর অধীনে অফিস সহকারী (২ জন), টাইপিষ্ট (১ জন) ও ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল (১ জন)-এর পদ পূরণের জন্যে বাংলাদেশী আহমদীদের নিকট থেকে সাদা কাগজে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, বয়াতের তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ সহ দরখাস্ত নিয়ে আগামী ১৪/১১/৯৭ তারিখ মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে সাক্ষাৎকারের জন্যে উপস্থিত হতে হবে :

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী :

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা : কমপক্ষে এইচ, এস, সি পাশ।

২। বয়স : ২৮ হতে ৪৫ বছরের মধ্যে (যারা কম ক্ষম কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত তাদের ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে)।

৩। দরখাস্তের সাথে স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক সত্যায়নপূর্বক বর্তমানে তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং চারিত্রিক সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

৪। স্থানীয় জামাতের/মজলিসের সেক্রেটারী মাল সাহেবের নিকট হতে বিগত ৩ (তিন) বৎসরের প্রদত্ত চাঁদার বাজেটসহ আদায়ের তফসীল দাখিল করতে হবে।

৫। স্বেচ্ছায় যারা জামাতের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন বা জামাত কর্তৃক চাকুরীচ্যুত হয়েছেন তাদের দরখাস্ত করার প্রয়োজন নেই।

৬। জামাতের নিয়ম মোতাবেক প্রচলিত বেতন, ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হবে।

৭। ভ্রমণকালীন কোন টি,এ ও ডি,এ দেয়া হবে না।

ন্যাশনাল আমীর

শোক সংবাদ

গত ২৭/৯/৯৭ ইং রোজ শনিবার ভোর রাত্র ৪-০০ ঘটিকায় মোহতারেমা বিলকিছ বেগম স্বামী নুর ইলাহী (জসীম), গ্রাম-ফাজিলপুর, জেলা-ফেনী (বয়স ২৬ বৎসর) তার পিত্রালয় মৌড়াইল ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় 'মাইল্ড ষ্ট্রোকে' মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)।

আল্লাহ্ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করুন। সবার নিকট তার রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

খোন্দকার সাঈদ আহমদ, আমীর

বি : দ্র :—যেহেতু হুযূর (আইঃ) গত খুতবায় বলেছেন যে, হোমিওপ্যাথি পুস্তকে তথ্যগত কিছু ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে, তাই পুনরায় শুদ্ধ করে মুদ্রণ না হওয়া পর্যন্ত এর অনুবাদ ছাপা যাচ্ছে না বিধায় আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন-সম্পাদক) পাঠ করে রাত্রে দু'রাকাআত নামায পড়ুন। এর প্রথম রাকাআতে **সূরা ইয়াসীন** ও দ্বিতীয় রাকাআতে ২১ বার **সূরা ইখলাস** পাঠ করুন। এর পরে ৩০০ বার **দরূদ শরীফ** ও ৩০০ বার **ইস্তেগফার** পড়ে খোদাতা'লার নিকট দোয়া করুন যে, হে কাদীর করীম (সর্বশক্তিমান মহান দাতা) তুমি গোপন রহস্যাদি জানো আর আমরা তা জানি না। তোমার দরবারে গ্রহণীয় কিম্বা প্রত্যাখাত, তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী বা সত্যবাদী কেউই তোমার দৃষ্টির অগোচরে থাকতে পারে না। অতএব আমরা বিনয়ের সাথে তোমার সমীপে মিনতি করছি যে, তোমার নিকট এই ব্যক্তির অবস্থা কী, যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহদী ও যুগের মুজাদ্দিদ দাবী করেছেন? তিনি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? তিনি কি গৃহিত না প্রত্যাখ্যাত? তোমার করুণায় এ অবস্থা স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ অথবা ইলহামের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রকাশ করো। যদি তিনি প্রত্যাখাত হন তাহলে আমরা তাঁকে গ্রহণ করে যেন পথভ্রষ্ট না হই। আর তিনি যদি তোমার নিকট গৃহিত হয়ে থাকেন এবং তোমার পক্ষ থেকে এসে থাকেন তাহলে তাঁকে অস্বীকার করে ও তাঁকে অবমানিত করে **আমরা যেন ধ্বংস** হয়ে না যাই। প্রত্যেক প্রকার বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। কেননা, সর্বপ্রকার শক্তির অধিকারী তুমিই। আমীন।

এই ইস্তেখারা কমপক্ষে দুই সপ্তাহ করতে থাকুন; কিন্তু খোলা মন নিয়ে। কেননা, যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই ঈর্ষায় ভরপুর এবং কু-ধারণা যদি তার ওপরে ছেয়ে গিয়ে থাকে আর যদি সে স্বপ্নে ঐ ব্যক্তির অবস্থা জানতে চায় যাকে সে খুবই খারাপ মনে করে সেক্ষেত্রে মাঝ পথে শয়তান এসে যায় এবং তার অন্তরের আঁধার অনুযায়ী নিজ থেকে আরও কালিমা লিপ্ত চিন্তাধারা তার হৃদয়ে উদ্রেক করে দেয়। সুতরাং তার পরবর্তী অবস্থা পূর্বের চেয়েও অধিকতর খারাপ হয়ে যায়। তাই যদি খোদাতা'লার নিকট থেকে সংবাদ জানতে চান তাহলে আপনার অন্তর থেকে ঈর্ষা ও শত্রুতা পরিপূর্ণভাবে মুছে ফেলুন আর নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অহংমুক্ত করে এবং শত্রুতা ও অনুরাগ উভয় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর নিকট সঠিক পথ-নির্দেশনা কামনা করুন যেন তিনি অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিজ সন্নিধান থেকে জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে প্রবৃত্তির সংশয়-সন্দেহের ধুঁয়া মিশ্রিত না থাকে। সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিসুৎ ব্যক্তিবর্গ! এসব মৌলবীদের কথায় পরীক্ষায় পতিত হয়ো না। জাগো এবং কিছু সাধ্য-সাধনা করে সেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও একচ্ছত্র পথ-প্রদর্শকের সাহায্য চাও এবং দেখো যে, এখন আমি এই আধ্যাত্মিক তবলীগের দায়িত্বও পালন করলাম। দায়-দায়িত্ব এখন তোমাদের স্কন্ধে।"

(রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, নেশানে আসমানী, পৃষ্ঠা ৪০-৪১, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত)

সত্য পথের অভিলাষীগণকে আল্লাহ্‌তা'লা যেন সঠিক পথ দেখান আমরা এই কামনা করে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি।

সম্পাদকীয়

মিথ্যায় নবসংযোজন ঃ

সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনের আহ্বান

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এর বিরুদ্ধে 'আহমদীরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন মানেনা'সহ নানা প্রকার মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করা হয়েছে ও হচ্ছে। এর প্রত্যেকটিরই যথাসময়ে যথারীতি জবাব দেয়া হয়েছে। যখন বিরুদ্ধবাদীরা এথেকে কিছুতেই বিরত হয় না তখন আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এর ফলে আমরা আমাদের সময়ে অনেক নিদর্শন দেখেছি ও এতদ্দ্বারা আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। ইদানিং মিথ্যায় আরও একটি নব সংযোজন হয়েছে। গত ২-১০-৯৭ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে জনৈক আলহাজ্জ মাওলানা মুজিবুর রহমান যুক্তিবাদী এক বিবৃতি দিয়েছেন। এতে তিনি বলেছেন—**কাদিয়ানীরা তাদের অনুসারীদেরকে ৩ ওয়াক্ত নামায পড়ার হুকুম দিয়েছে**। এখনও যেহেতু মুবাহালা চলছে তাই আমরা শুধু বলতে চাই—লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন।

সাম্প্রতিককালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলিম করার জন্যে পুনরায় তোড়জোড় শুরু হয়েছে। যারা এ কাজ করছেন তাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন ঃ ১০০ বছরের অধিক সময় ধরেও যখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে পারেন নি বরং তা এখন ১৫৩টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তখন এ পথ পরিত্যাগ করে সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) যে আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন তা একটু পরখ করে দেখুন। আর সে পন্থাটি হলো নিম্নরূপ ঃ

"এস্থলে তবলীগ করার পরও ইহা লিখছি যে, যে সকল সত্যানুসন্ধিৎসু আল্লাহ্তা'লার গ্রেপ্তারকে ভয় করে থাকেন তারা যেন পুঙ্খাণুপুঙ্খভাবে ব্যাপারটি পরখ না করে এ যুগের মৌলবীদের অনুসরণ না করেন। আর শেষ যুগের মৌলবীদের সম্বন্ধে খোদার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেভাবে ভয় দেখিয়েছেন সেভাবে ভয় করতে থাকুন। আর তাদের ফতওয়াসমূহ দেখে যেন বিচলিত না হন। কেননা, এ ফতোয়াগুলো কোন অভিনব বিষয় নয়। এ অধমের ওপরে যদি কোন সন্দেহ হয় ও ঐসব দাবী যা এ অধম করেছে এর সত্যতার ব্যাপারে অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তাহলে আমি এ সন্দেহ নিরসনকল্পে একটি সহজ পন্থা বলে দিচ্ছি যদ্দারা একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ইনশাআল্লাহ্ প্রশান্তি লাভ করতে পারে। আর তা হোল এই যে, প্রথমতঃ 'তওবাতুন্নাসুহা' (আর কখনও পাপ করবো না এ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে

(অবশিষ্টাংশ ৪৪ পাতায় দেখুন)

7th Issue 15th October, 1997

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM Tv AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

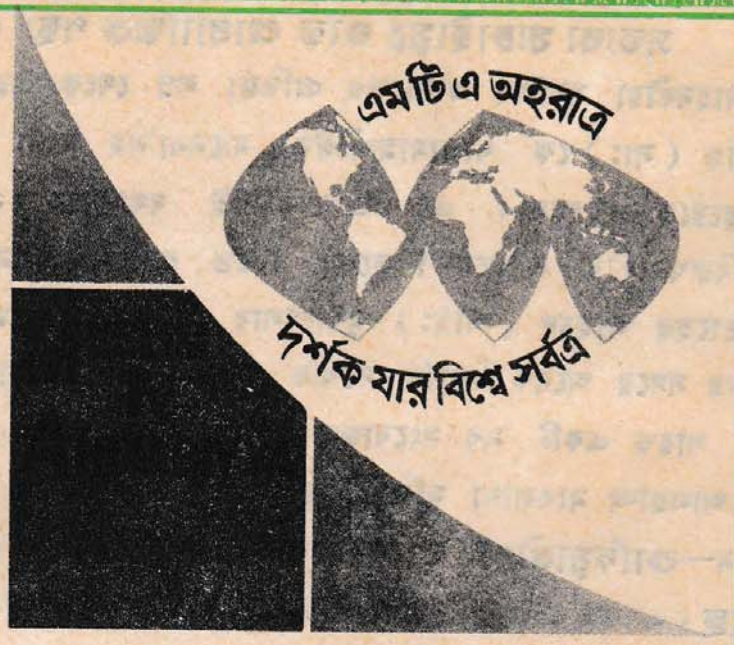

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272